উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152

এই দীপাবলীতে, ঘরের শোভা নতুন হকিন্স

- 18/8 উন্নত, খাদ্য-শ্রেণীর স্টেনলেস স্টীল-এর বডি ও ঢাকনি-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- বাড়তি-পুরু 6.6 মি.মি.-'র স্যাণ্ডুইচ বটম-খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না

- 3 মি.মি. বাড়তি-পুরু ট্রাই-প্লাই স্টেনলেস স্টীল-এর বডি, তাপ-বিকীরণকারী ধাতব কেন্দ্রস্থল চটপট ও সমানভাবে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে দেয়
- 18/8 উন্নত, ফুড গ্রেড স্টেনলেস স্টীল-এর রান্নার সার্ফেস্-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

- দ্বিগুণ পুরু 6.35 মি.মি.-'র হার্ড অ্যানোডাইজড বেস্
- উত্তাপ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, খাবার পুড়ে বা আটকে যায় না
- গ্যাস্ আর ইণ্ডাকশনের ওপর বেস্ সবসময়েই সমতল অবস্থানে থাকে

- হার্ড অ্যানোডাইজড বডি, স্টেনলেস স্টীল-এর ঢাকনি-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- 4.88 মি.মি.-'র বাড়তি-পুরু বডি ও বেস্ - খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না

- ভারতে এই প্রথমবার-নতুন সেরামিক নন্‌স্টিক অ্যাডভান্সড কোটিং
- PFOA নেই, PTFE-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু
- 36% কম তেল লাগে - স্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যসম্মত

- হার্ড অ্যানোডাইজড বডি ও ঢাকনি, প্রতিক্রিয়াশীল নয়; দাগছোপ ধরে না - স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- সুপার– ফাস্ট-মাইক্রোওয়েভ ওভেনের চেয়ে 46% তাড়াতাড়ি
- আঙুলের ডগার স্পর্শেই ভাপ বেরিয়ে যায়-সুবিধেজনক ও নিরাপদ

বেছে নিন 100-টি প্রেশার কুকার আর 300-টি কুকওয়্যার মডেলের মধ্যে থেকে

- PTFE নেই, PFAS-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু • কম তেলে আরো স্বাস্থ্যকর রান্না
- রাঁধুন আর পরিবেশন করুন নিজস্ব স্টাইলে • দাগ রোধক, অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়

- 3 মি.মি. বাড়তি-পুরু ট্রাই-প্লাই স্টেনলেস স্টীল-খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না
- 18/8 উন্নত, ফুড গ্রেড স্টেনলেস স্টীল-এর রান্নার সার্ফেস্-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- স্টে-কুল (ঠাণ্ডা-থাকা), মজবুত স্টেনলেস স্টীলের হ্যাণ্ডলস্ • ডিশওয়াশারের পক্ষে নিরাপদ

- উচ্চমানের জার্মান PFOA মুক্ত ননস্টিক
- ননস্টিক শক্তভাবে লক্ করা থাকে সুদৃঢ় হার্ড অ্যানোডাইজড উপরিতলের মধ্যে, টেকেও বেশিদিন
- বাড়তি পুরুত্ব, সমানভাবে গরম হয়

- PTFE নেই, PFAS-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু
- 36% পর্যন্ত কম তেল কাজে লাগায়
- স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু রান্নাবান্না করুন
- অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়

- 3-কোটিং বিশিষ্ট টেকসই PFOA মুক্ত নন্‌স্টিক
- স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যসম্মত, কম তেলে রান্না হয়
- বাইরে হাই-টেক সেরামিক কোটিং–দাগছোপ-রোধক, সহজেই পরিষ্কারযোগ্য

- কোটিং নেই - হার্ড অ্যানোডাইজড। দাগছোপ-রোধক, প্রতিক্রিয়াশীল নয়, সবচেয়ে টেকসই
- অসাধারণ কুকিং সার্ফেস্ - আরো চটপট, আরো সুস্বাদু, আরো মুচমুচে রান্নাবান্না করুন
- শক্তপোক্ত - চড়া উত্তাপ প্রয়াগ করতে পারেন, ধাতব লেডলস্-বিশিষ্ট

আপনার পুরনো বাসনপত্রের বদলে পান ₹100 থেকে ₹1000-এর ক্যাশব্যাক - তা' সে যেকোনো নির্মাণ, যেকোনো সাইজ্-এরই হোক। নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্যে নিম্নোক্ত ডীলারদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারেন

আলিপুরদুয়ার চৌপট্টি নিউ গ্লাস কর্নার, ফোন:9434127623 • **মারোয়ারি পট্টি** রামকুমার ঘাসিরাম, ফোন:9434005956 • বাসন্তী ইলেকট্রিক স্টোর্স, ফোন:9064428815 • **নিউ টাউন** মনোরমা, ফোন:9832404373 • **রেলগেট বাটামোড়** কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, ফোন:9614163760 • সেন অ্যাণ্ড সন্স, ফোন:9800845997 **বালুরঘাট** শ্রী বালাজী স্টিল, ফোন: 9002570010 **বক্সিরহাট** বুলান মেটাল স্টোর, ফোন:9800872005 **চাঁচল** **চাঁদল বাজার** সোনার সংসার অ্যাণ্ড গিফ্‌ট হাউস, ফোন:9932992952 • হোয়াইট হাউস, ফোন:9851602345 **কোচবিহার** **জাপানী পট্টি** মা গায়েশ্বরী মেটাল স্টোর্স, ফোন:8116955911 • মুসকান এন্টারপ্রাইজ, ফোন:8250878735 • সত্যনারায়ণ মেটাল স্টোর, ফোন:9832448884 • আর্বিভাব মেটাল স্টোর্স, ফোন:9046556000 • **রূপনারায়ণ রোড** রাজপুরি, ফোন:9832053945 • শর্মা ব্রাদার্স, ফোন:8343925778 **ডালখোলা** **ডালখোলা বাজার** মহিউদ্দিন স্টোর্স, ফোন: 9733248825 **দার্জিলিং** হিন্দ স্টোর্স, ফোন:9434181085 **দেওয়ানহাট** সাহা মেটাল স্টোর্স, ফোন:9733177645 **দিনহাটা** **চাওড়াহাট** মহামায়া মেটাল স্টোর্স, ফোন:9932637052 • সাহা ব্রাদার্স, ফোন:9475118237 • **রংপুর রোড** জোয়ারদার মেটাল স্টোর, ফোন:9832065494 **হলদিবাড়ি** **বাসন পট্টি, বাজার** দত্ত মেটাল, ফোন:7908209281 • আর. কে. ফার্নিচার অ্যাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ফোন:9851551810 **হ্যামিল্টনগঞ্জ** স্বপ্না ভ্যারাইটিজ স্টোর্স, ফোন:9733177940 **ইসলামপুর** ইসলামপুর মেটাল স্টোর্স, ফোন:9434984157 **ইটাহার** স্টুডেন্ট কর্ণার, ফোন:9647870209 **জয়গাঁ** **এম.বাজারের বিপরীতে** পাকিজা স্টোর, ফোন:6296236936 • **মুখার্জি সেন্টার বিপরীতে** বিকাশ এন্টারপ্রাইজ, ফোন:8768721705 **জলপাইগুড়ি** প্রসাদিরাম প্রভুদয়াল, ফোন:6294584613 **কালিম্পং** মমতা স্টোর্স, ফোন:8123414329 **কালিয়াগঞ্জ** আশীর্বাদ, ফোন:9002355199 **মালবাজার** **ক্যালটেক্স রোড** নর্থ বেঙ্গল মেটাল স্টোর্স, ফোন:6297777504 • **ক্যালটেক্স রোড** বাসনালয়, ফোন:8918028889 **মালদা** **অতুল মার্কেট** নটরাজ স্টীল ভাণ্ডার, ফোন:9434303949 • **বিনয় সরকার রোড** বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স, ফোন:9832556653 • **বিটি কলেজ রোড** কিচেন হাব, ফোন:9064186400 • **ডিসিআর মার্কেট** চন্দন স্টোর, ফোন:9547715154 • লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, ফোন:8250352023 • মালদা ইলেকট্রিক হাউস, ফোন:9434680562 • সারদা স্টোর্স, ফোন:9434130069 • **ফুলবাড়ি** মা মনস্কামনা অ্যালুমিনিয়াম, ফোন:9932379317 **পানিটাঙ্কি** নিউ গিফ্‌ট হাউস, ফোন:8670786753 **রায়গঞ্জ** ভারত গ্লাস, ফোন:9434246931 **সামসি** শাহজাহান বাসনালয়, ফোন:8926001819 **শিলিগুড়ি** **আলু পট্টি** শ্রী রাম ভাণ্ডার, ফোন:9475623905 • দে ব্রাদার্স, ফোন:9434048912 • **বানেশ্বর মোড়** পারফেক্ট প্লাজা, ফোন:9945168303 • **বিধান মার্কেট** গৃহশ্রী, ফোন:7908364851 • মহাকালী স্টোর্স, ফোন:9434006973 • নদিয়া স্টোর্স, ফোন:9932026652 • প্রণব স্টোর্স, ফোন:7679628431 • সুভাষ চন্দ্র দত্ত সন্স, ফোন:9832341073 • ভৌমিক ট্রেডার্স, ফোন:9832571037 • **বিধান রোড** নর্থ বেঙ্গল স্টোর, ফোন:8927722041 • **চম্পাসারি মেইন রোড** বিকাশ মেটাল, ফোন: 9641237794 • **চম্পাসারি মোড়** কেডি মেটাল, ফোন:9832481059 • **সি-এস-আর বিধান মার্কেট** ক্রকারী প্যালেস, ফোন:9832079759 • **জলপাই মোড়** অনুরাগ এন্টারপ্রাইজ, ফোন: 9800006868 • **সেভোক রোড, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কমপ্লেক্স** পোদ্দার ব্রাদার্স কোং, ফোন:9733351116 • **এসএফ রোড** এ মাইকাস স্টোর, ফোন:9775154444 • **টি/519 বিধান মার্কেট, 1ম লেন** গোপাল এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9064447041 • **থানা রোড** জি.এন. ভ্যারাইটি স্টোর্স, ফোন:9832016895 • **বিবেকানন্দ রোড** বিশাল এন্টারপ্রাইজ:7908100551 • **শীতলকুচি** দাদা ভাই এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9933603750 • **তুফানগঞ্জ** নিউ ফ্যান্সী স্টোর্স, ফোন:9635056461 **সিকিম রংপো** আশিস ট্রেডার্স, ফোন:9851126491 • **অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার এবং আঞ্চলিক বিতরক ভুটান, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ কোলকাতা ইলিয়ট রোড এলকম এন্টারপ্রাইসেস প্রাঃ লিঃ, ফোন:9874206137** • যেকোনো সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
(022) 2444 0807 cs@hawkins.in www.buyhawkins.in

Hawkins

Mankind
Serving Life
কবজ্ এন্ড
কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড
• 100% আয়ুর্বেদিক
• 12টি অনন্য ভেষজ
• দানাদার ফর্ম
• কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
• কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
20% EXTRA
NEW
Mankind's
KABZ END®
NATURAL LAXATIVE GRANULES
EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION
Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)
SMK/BENGALI/P/06-24

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152

রাজ্য সফর বাতিল শা'র, হতাশ বিজেপি

সাতের পাতায়

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর, বলছেন ফারুক

সাতের পাতায়

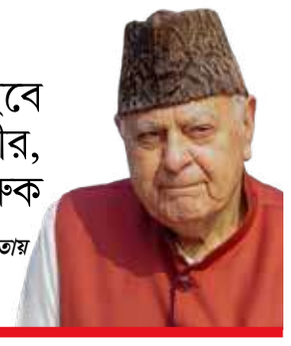

"নিজেরা নিজেদের ইগো নিয়ে থেকে গেলে সলিউশন কিন্তু আসবে না। পরিস্থিতি এবার স্বাভাবিক করো। আলোচনার যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই শেষও আছে। আমরা পরস্পর অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু মনের দরজা বন্ধ করো না। **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

"বছর দুই-তিন আগে কীভাবে পাশ হয়েছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী পরীক্ষার খাতা খতিয়ে দেখতে চান বলেছেন। এটা কার্যত থ্রেট। **-দেবাশিস হালদার**

অনশন-ধর্মঘটে ইতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে আপত্তি অনেক, অপছন্দও অনেক কিছু। তবুও ১৭ দিনের মাথায় অনশন তুলে নিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে যে সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেটাও স্থগিত হয়ে গেল। নির্ধারিত ৪৫ মিনিটের বদলে নবান্নে সোমবার ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট বৈঠকের পর অনশন মঞ্চে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

মতানৈক্য যেখানে

- আরজি করের ৪৭ জনের সাসপেনশনে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি
- স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবিতে সরকারের সায় নয়
- টাস্ক ফোর্সের সদস্য সংখ্যা নিয়ে দু'পক্ষের মতভেদ

তাঁদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার জানান, 'লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে আমরা অনশন তুলে নিচ্ছি। কোনও ভয় বা প্রশাসনিক কর্তার অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নয়।' যদিও তাঁর বক্তব্য, 'বৈঠকে প্রশাসনের শরীরী ভাষা পছন্দ হয়নি। স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে ফাইল নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ফাইল নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাইনি। আমাদের প্রিন্সিপালদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।'

দেবাশিসের বক্তব্য, 'বছর দুই-তিন আগে কীভাবে পাশ হয়েছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী পরীক্ষার খাতা খতিয়ে দেখতে চান বলেছেন। এটা কার্যত থ্রেট। যদিও আমরা সেজন্য প্রস্তুত।'

তাহলে অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণ কী? অনশনকারীরা জানান, নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা ও নাগরিক সমাজের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিহত চিকিৎসকের বাবা বলেন, 'এঁদের জন্য একদিন না একদিন আমার মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনবই।' জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিস বলেন, 'সরকারের কথা যে সদর্থক লেগেছে, তা নয়। কিন্তু ওঁরা এক সন্তানকে হারিয়েছেন। অনশনরতদের যেন কিছু না হয়, সেটা চাইছেন।'

যদিও তাঁর দাবি, 'আন্দোলনের জেরে একটা জিনিস ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। সেটা হল ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে। এটা আমাদের আন্দোলনের জয়।'

নবান্নের বৈঠকে মূলত হাসপাতালের নিরাপত্তা, চিকিৎসা পরিকাঠামো ও মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েই আলোচনা হয় সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। অভয়া'র কথা উচ্চারিত হলেও তাঁর খুন-ধর্ষণের ন্যায়বিচার নিয়ে এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও আমরণ অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া সন্দীপ মণ্ডল। অনশন মঞ্চে গিয়ে তাঁকে শরবত খাওয়াচ্ছেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা।

নরমে-গরমে

মমতার বাণ

- ডিমান্ড করলে সব পাওয়া যায়?
- নর্থবেঙ্গলে অধ্যক্ষ, আমার দলের মেয়রকেও ঘেরাও করা হয়েছিল। সেখানে একজন ডাক্তারকে স্পটেই রেজিগনেশন করানো হয়েছিল। এটা থ্রেট কালচার নয়?
- তোমাদের দোষ দেব না। হয়তো আমাদের কোনও ত্রুটি ছিল। সেই কারণে হয়তো তোমাদের এই জায়গায় আসতে হয়েছে।

জুনিয়ারদের পালটা

- থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত ৫৯ জনের মধ্যে অনেকে ১০০'য় ১০ পাওয়ার যোগ্য নয়, গোল্ড মেডেল পেয়েছে। রাগ করবেন না, ক্ষুব্ধ হবেন না
- আমরা চাই না ভবিষ্যতের বিরূপাক্ষ তৈরি হোক

চাপ নয়, দায় স্বীকার করেই পদত্যাগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তার ও পড়ুয়াদের আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন ও সহকারী ডিনকে। ঘটনার প্রায় দেড় মাস পর নতুন করে বিতর্ক উসকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরোক্ষে ডিন ও সহকারী ডিনের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একজন চিকিৎসককে চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগ করানো হয়েছে। এটা কি থ্রেট কালচার নয়?' সোমবার নবান্ন সভাঘরে জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে আন্দোলনকারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারীদের তরফে ডাঃ শাহরিয়ার আলমের যুক্তি, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই দাবি আদায়ের জন্য অধ্যক্ষ এবং ডিনকে সেদিন ঘেরাও করা হয়েছিল। ঘেরাও চলাকালীন সমস্ত অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়েই ডিন, সহকারী ডিন পদত্যাগ করেছেন। পরে কলেজ কাউন্সিল সেই পদত্যাগকে সিলমোহর দিয়েছে।'

সেদিন পদত্যাগ করেছিলেন তৎকালীন ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত। তিনি অবশ্য এমন বিতর্ক থেকে সন্তর্পণে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছি। তবে, এসব নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করব না।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে পালটা যুক্তি আন্দোলনকারীদের

সাহাও এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যে সিনিয়ার ডাক্তারদের উপস্থিতিতে সেদিন জুনিয়ার ডাক্তাররা অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, সেই চিকিৎসকদের একাংশকেও এদিন ফোন করা হলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার পর থেকে রাজ্যজুড়ে ওই ঘটনার বিচারের দাবির পাশাপাশি হুমকি সংস্কৃতি, পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে চিকিৎসক মহল। এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

আশিস ঘোষ

টাকমাথা লোকেরা বেশি জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন। সেজন্য তাঁদের ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে এক বিধায়ক।

খবরটা পড়ে গোড়ায় মনে হয়েছিল বোধহয় ভুল পড়েছি। হয়তো আ-কার বাদ পড়েছে। এ

DESUN HOSPITAL
GNM নার্সিং-এ INC স্বীকৃতি না থাকলে কি সরকারি চাকরি পাওয়া যায়?
GNM নার্সিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

সংসারে টাকাওয়ালাদেরই লোকে সংবর্ধনা দিয়ে থাকে। তা নয়। পড়েছি ঠিকই। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে 'বুদ্ধিজীবী' হিসাবে ঘোষণা করে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে ডেকে তাঁদের ফুল আর পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে ধুলিয়ানগঙ্গা (ডিজিএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিং-২০২৪-১১। নিলাম শুরু ঃ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-২৪-২৪-৩ এবং স্টেশন ঃ ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-115/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নং ঃ ০১ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

সিতাই উপ-নির্বাচন ২০২৪
জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ভারতীয় ন্যায়-সংহিতার ১৭০ ও ১৭৩ ধারা অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার এই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ ও ১৭৪ ধারা অনুসারে, কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনও রকম ক্ষতিসাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনও প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোনও ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।
জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

নং ঃ ০২ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোচবিহার জেলার সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, সিতাই উপ-নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি সমগ্র জেলায় বলবৎ আছে। এই আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নগদ অর্থ বহন করলে অবশ্যই যথাযথ পরিচয়পত্র এবং নগদ অর্থের উৎস সংক্রান্ত নথি, যেমন ব্যাংক বা ডাকঘর থেকে টাকা উত্তোলনের রসিদ, পাশবই, প্যানকার্ডের প্রতিলিপি, ব্যয় সংক্রান্ত বিল, ভাউচার ইত্যাদি নথি সঙ্গে রাখুন। অন্যথায় Flying Squad/Static Surveillance Team আপনার সঙ্গে থাকা অর্থ আটক করতে পারে। উক্ত অর্থরাশি সম্পর্কিত আপিল জেলাস্তরীয় District Grievance Committee এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

আজ টিভিতে

নীহাররঞ্জন বাড়ি এসে অখিলের কথা জানতে পারেন। তিনি কি অখিলকে মেনে নেবেন? **মধুর হাওয়া** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.৩৫ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ প্রতিশোধ, রাত ৮.২০ আশ্রয়, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ ফুল আর পাথর, বিকেল ৪.৫৫ গোলমাল, রাত ৮.০৫ টাইগার, রাত ১০.৫৫ অনুসন্ধান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ দেবতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দৈত্য

ক্রু রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্সে**

দুজনে বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

(১) মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুলে শোক পালনে সহপাঠীরা। (২) খেরকাটা গ্রাম পাহারায় বনকর্মীরা। (৩) এই জায়গা থেকেই সুশীলাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ।

সুশীলার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বন্ধুরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ধরা পড়েনি সেই মানুষখেকো চিতাবাঘ। উলটে সোমবার সকালে রাজেশ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দার বাড়ির কুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই বাড়িটি চিতাবাঘের হামলায় মৃত সেই নাবালিকা সুশীলা গোয়ালাদের বাড়ির পাশেই। এই কাণ্ডটিও ওই বুনোটির বলেই বদ্ধমূল ধারণা স্থানীয়দের। সব মিলিয়ে আতঙ্ক আর কিছুতেই যাচ্ছে না ডায়না জঙ্গল লাগোয়া খেরকাটা গ্রামের। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বিকেল থেকেই সেখানে বনকর্মীদের মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে। চিতাবাঘটির সন্ধানে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ডায়না রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, খেরকাটায় বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলতে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হবে। মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি বৈঠক আছে।'

শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটির পর রবিবার গ্রামে দুটি খাঁচা পাতা হয়। বসানো হয় ৩টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। বলাই বাহুল্য খাঁচায় চিতাবাঘটি বন্দি হয়নি। এর সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে যে তত্ত্ব উঠে আসছে টোপ হিসেবে সেদিন শুধু একটি ছাগলই মিলেছিল। সোমবার অবশ্য দুটি খাঁচাতেই ছাগল রাখা হয়। ফলে দ্রুত বুনোটি ধরা পড়বে বলে বনকর্তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, ট্র্যাপ ক্যামেরায় জন্তুটির কোনও ছবি উঠেছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করে দেখবে বন দপ্তর। খেরকাটার পঞ্চায়েত সদস্য ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'গোটা গ্রাম ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে। মৃত নাবালিকার বাড়ির পাশেই আরেকটি বাড়ি থেকে ছিন্নভিন্ন কুকুরের দেহ মেলার পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বন দপ্তরকে সব কিছু জানানো হয়েছে।'

এদিকে, চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সুশীলা গ্রামের যে স্কুলে পড়ত সেই কলাবাড়ি-খেরকাটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক স্কুলে এদিন ছিল শ্মশানের নীরবতা। শনিবারের ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সোমবার কিছু পড়ুয়া স্কুলে এলেও সহপাঠীকে এভাবে হারিয়ে প্রত্যেকেই ছিল শোকে মূহ্যমান। এদিন স্কুলে আর পঠনপাঠন হয়নি। মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুল কর্তৃপক্ষ শোক পালন করে ছুটি দিয়ে দেয়। টিআইসি হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'শুধু ওর মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে সুশীলাই ছিল মধ্যমণি।' ছাত্রছাত্রীরা এদিন কান্নায় ভেঙে পড়ে। টিআইসি সহ অন্য শিক্ষকরা সুশীলার বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেন।

বছর দশেকের মৃত ওই নাবালিকা বাড়ির সবচেয়ে ছোট সন্তান। তাঁর এক দাদা ও দিদি রয়েছে। ঘটনার সময় মা ও বাবা দুজনের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা শ্রমিকের কাজ করতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। সুশীলার দিদা বিপ্তি গোয়ালা বলেন, 'কল পাড়ে নাতনি হাত-পা ধুচ্ছিল। এমন সময় একবারই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। চোখে ভালো করে দেখতে পাই না। কিছু একটা আন্দাজ করে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে ওর দাদা বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সাইকেলে পাড়ি ২৪ দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সাইকেলে পাহাড়ে পাড়ি।

শুধুমাত্র পর্বতোরোহণের প্রশিক্ষণের জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে শৈলরানিতে ছুটে এলেন ফ্লান্সের ভিনসেন্ট হিরন। পুতিন সরকারের চোখে তিনি ধরা পড়েছিলেন গুপ্তচর হিসেবে। তবে জেল খাটার অভিজ্ঞতা নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের মধুর স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই তো ভিনসেন্ট বলছেন, 'প্রায় ২৭ দিনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ছিল। সেখানে পর্বতারোহণ, মানচিত্র পড়া, বরফের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মানুষও ভীষণ ভালো।'

পাহাড়ে বেড়াতে এসে শুনেছিলেন দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর কথা। কিন্তু তখন কোনও প্রশিক্ষণ শিবির এবং অপেক্ষা করার সময় হাতে না থাকায় এইচএমআইয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি ভিনসেন্টের। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। বরং নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। এই যোগাযোগের সূত্রেই জানতে পারেন, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ। সময়ের অঙ্ক কষে সাইকেল নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। ২৪টি দেশ ছুঁয়ে শৈলশহরে পৌঁছান ফ্রান্সের বাসিন্দা পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ভিনসেন্ট। তাঁর কথায়, 'সফরকালে গুপ্তচর সন্দেহ করেছিল রাশিয়া সরকার। দু'দিন কারাবাসও করতে হয়েছে। প্রচুর কঠিন এবং দুঃসাহসিক পথ পাড়ি দিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছি।' যে কারণেই তিনি আবেগপ্রবণ।

চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এইচএমআইতে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। সেই শিবিরে অংশ নিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাইকেলে পথ চলা শুরু করেন। চিন, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়ার মতো ২৪টি দেশ পেরিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছান।

হাইস্পিডে শীর্ষস্থানে জিও

নিউজ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : নেটওয়ার্ক স্পিড, কভারেজ, ধারাবাহিকতা- এই তিনটি ক্ষেত্রে জিও আরও একবার এক নম্বরে উঠে এসেছে। সম্প্রতি ওপেন সিগন্যালের 'ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা' শীর্ষক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, দ্রুতগতির ডাউনলোডের (৮৯.৫ এমবিপিএস) অভিজ্ঞতার নিরিখে জিও শীর্ষস্থানে রয়েছে। যা প্রতিযোগী এয়ারটেল এবং ভোডাফোনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোণায় কোণায় জিও'র পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে। ডেটা পরিষেবা, ভয়েস কল, অনলাইন মিটিং, ভিডিও স্ট্রিমিং- সবেতেই জিও নিরবচ্ছিন্ন, ভরসাযোগ্য অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। গেমিং, স্ট্রিমিং, হাইস্পিড ডেটার কাজকর্মের জন্য উপভোক্তারা জিও-কেই বেছে নিয়েছেন। স্পিড, কভারেজ ও ধারাবাহিকতার নিরিখে ভারতের টেলিকমিউনিকেশন মার্কেটে জিও'র প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী।

শাস্তির দাবি

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ভগতপুর চা বাগানের আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনায় নাগরাকাটা নাগরিক মঞ্চ পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিল। সোমবার মঞ্চের প্রতিনিধিরা নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার বলেন, 'ওই তরুণীকে খুনের পাশাপাশি ধর্ষণও করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে বলা হয়েছে।'

মোমের আলোয় স্বনির্ভর ওঁরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশান্ত বর্মনের অস্থি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েও বর্তমানে তিনি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রশান্তর কথায়, 'বিএ পাশ করেও কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না। তবে এখন মোমবাতি তৈরি করে নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।' প্রশান্তর মতোই কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ। কেউ কেউ আবার স্কুলে পড়ছে। কর্মজীবনের চৌকাঠ পেরোনোর আগে 'বিশেষ' পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি।

এই কাজ করে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে শুভঙ্কর বর্মন, প্রশান্ত বর্মনদের মতো বাকিদের। প্রশান্তর গ্রামের বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম হরদেব ওরাওঁ-ও স্নাতক পাশ করেছেন। অন্যদিকে, মহাদেব বর্মন, অর্জুন দাস, পিউ রায়, শুভঙ্কর বর্মনরা পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে পড়ে। হরদেব বললেন, 'আমাদের তৈরি মোমবাতির প্যাকেটে স্টিকার লাগানো থাকছে। স্থানীয় হাটবাজারে সেগুলো বিক্রি হবে।'

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। পলাশবাড়িতে।

এই পড়ুয়াদের নিয়ে কীভাবে এই মোমবাতি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় এল? কয়েকমাস আগে ওই পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার জন্য কোচবিহারের নার্স থিলে ওয়াদেন শেরপা মোমবাতি বানানোর একটি ডাইস ওই স্কুলকে দান করেন। তখন থেকে সংস্থার তরফে পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কালীপুজোর সময় যেহেতু মোমবাতির চাহিদা বাড়ে, তাই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পড়ুয়াদের মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজেরা গোটা প্রক্রিয়া জেনে পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে সব কৌশল শিখিয়ে দেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা শাশ্বতী রায়প্রধান, শিক্ষক জর্জ রায় এবং শিক্ষাকর্মী সান্ত্বনা বর্মন।

দুর্গাপুজোর পর থেকে জোরকদমে চলছে মোম তৈরি। সংস্থার তরফে এজন্য ৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগও করা হয়। কলকাতা থেকে মোম তৈরির নানা সরঞ্জাম কিনে আনা হয়। রোজ দু'ঘণ্টা করে কাজ করছেন পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত আড়াই, তিন, চার এবং পাঁচ ইঞ্চি সাইজের ৬০০ প্যাকেট মোম তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের হাতে। পলাশবাড়ি সহ আশপাশের হাটবাজারগুলিতে যাতে এই পড়ুয়াদের তৈরি মোম বিক্রি করা হয় সেজন্য সংস্থার তরফে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয়েছে।

দীপাবলির দু'একদিন আগে পড়ুয়ারা নিজেই শিলবাড়িহাটে পসরা সাজিয়ে মোম বিক্রি করবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্ণধার তাপস বর্মনের কথায়, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভর করতে এবারই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি। ভবিষ্যতে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতা পেলে পড়ুয়াদের কাজের নানা দিশা দেখানো যেতে পারে।' এই উদ্যোগের প্রশংসা করে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'বাজারে যাতে ওই পড়ুয়াদের মোম বেশি করে বিক্রি হয়, সেজন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করবেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./04/2024
Dated 21.10.2024
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in English on purely temporary basis for College of Agriculture, Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Majhian, Dakshin Dinajpur. Relevant details are available in the University website **www.ubkv.ac.in**
Date: 21.10.2024 Sd/- Registrar (Actg.)

পি এম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর
Walk-In-Interview
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে Matron পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা- নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ (উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে) বয়স ৩৫ বছর থেকে ৫৫ বছরের পিছুটানহীন মহিলা। নির্বাচনী পদ্ধতি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের সময় 29/10/2024-9AM
হেল্প লাইন : 7602599174/7586821506
অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২০, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২০। কাজের নাম ঃ "তিন (০৩) বছরের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে ২০ জনকে বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি লিফ্ট (জি+১) (নির্মাতা- থিসেনক্রুপ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচি এবং ব্রেকডাউনের চুক্তি "-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৬৫,১৬৫.৪৪ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৯,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ০৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট – www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-116/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে MA in Education, B.Ed Pref., OBC-A পদে Teacher প্রয়োজন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ আবেদন করুন। Secretary, Muraliganj High School, P.O- Bidhan Nagar, Darjeeling, Pin- 734425. (C/112991)

শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে সবসময়ের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। বেতন - ৮০০০/- টাকা। (M) 9474392077. (C/113001)

শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, শিবমন্দির-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F, বেতন :10,300/-- 11,000/-, M : 9679368850. (M/M)

Urgent Vacancy for Security Guard for Siliguri. Salary Rs. 11,000/- + (PF/ESIC). Cont : TG Guards Private Limited. 9382982327/ 8637085758. (C/113020)

Ware House-এ প্রচুর ছেলে চাই। M.P. পাস, Scanning Packaging-এর জন্য। শিলিগুড়ি। বেতন- 10500, থাকা ফ্রি। M : 8388006573. (B/S)

আপনি কি অতিরিক্ত রোজগারে ইচ্ছুক? বিদেশি সংস্থায় বাড়ি ও অফিস থেকে অবসর ও পূর্ণসময় কাজের সুযোগ। M : 8167745400. (C/113022)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039. (C/113022)

Required

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

অ্যাফিডেভিট

জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় 21/10/2024 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে দ্বিজেন রায় থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় হইলাম। (D/S)

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
A GOVT. ENTERPRISE
HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR-736 101 (WEST BENGAL)
IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)
As per the "Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024", dated 19th October 2024 (Date of publication in Official Gazette, Govt. of India) all those employees who were in Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.
Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website www.ubkgb.org) at branch of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension.
The last date for submission of application & refund the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and the periodic pension, if any is 03.11.2024. The last date is 18.11.2024 for the family of the employee. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**
Sd/-
General Manager

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিতে বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। বৃষ : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। রাজনীতিকরা কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। মিথুন : আয়ের পথ সুগম হবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। কর্কট : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা। তুলা : অধ্যাপক ও গবেষক সংবর্ধিত হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন না। অফিসের সমস্যা মিটবে। ধনু : দীর্ঘদিন পর কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। জমি কেনার সহজ সুযোগ আজ। মকর : বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই আজ ঝগড়া হতে পারে। কারও দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : আজ নতুন কোনও আয়ের পথ খুলে যাবে। বাতের ব্যথার ভোগান্তি বাড়বে। মীন : পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। কোনও কারণে ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৪, ৫ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৩৪। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩৬। পরিঘযোগ দিবা ৩।৩। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্বে নিষেধ, দিবা ৭।৩৪ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সওয়ারির অপেক্ষায়।। *গজলডোবায় সোমবার পড়ন্ত বিকেলে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

ভারত-নেপাল সীমান্তের ঠেকে বিহার থেকেও আনাগোনা

‘ফেলো কড়ি, খেলো জুয়া’

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২১ অক্টোবর : সামনেই কালীপুজো। আর এই পুজোকে সামনে রেখেই দিনরাত এক করে পানিট্যাঙ্কির ক্লাবঘরে জুয়ার আসর চলছে। উত্তর দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বিহার থেকে প্রচুর মানুষ এই জুয়ায় ভিড় করছে। সেখানে জুয়ার পাশাপাশি যথেচ্ছভাবে মদের ঠেকও বসছে। অথচ সবকিছু জেনেও নির্বিকার প্রশাসন। সূত্রের খবর, প্রতিদিন এই জুয়ার ঠেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার লেনদেন হচ্ছে। সেখানে শুধু যে তাস খেলার মাধ্যমেই এই জুয়া হচ্ছে তেমনটা নয়, ক্যাসিনোর ধাঁচে এখানে কড়ি দিয়ে খেলা হচ্ছে।

ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা ভবেশ রায় অবশ্য বলেছেন, ‘অন্যবার পুজোর আগে কয়েকদিন জুয়া হত। এবার আমরা জুয়া বসাইনি।’ তাঁর দাবি, ‘পুজোয় প্রচুর খরচ হয়। চাঁদা তুলে তো সব খরচ ওঠে না। তাই এই খেলা থেকে কিছু আয় হত। আমরা আগামীতে আর এই জুয়া বসাব না বলে ঠিক করেছি।’ নকশালবাড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেহা জৈন বলছেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখছি। কোনও জুয়ার আসর চলতে দেওয়া হবে না।’

দীর্ঘদিন ধরেই কালীপুজো করে আসছে খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির জগৎবন্ধু ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব। গত বছর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এই পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন। অভিযোগ, কালীপুজোর টাকা জোগাতে দুর্গাপুজোর পর থেকেই বড় ধরনের জুয়ার ঠেক বসায় এই ক্লাব। তবে, ক্লাবকর্তারা এবার জুয়ার ঠেক বসানোর কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সূত্র বলছে, শুধু রাতেই নয়, দিনেও ক্লাবঘরে জুয়ার আসর বসছে। সেখানকার মূল জুয়াড়িরাই আসছে বিহার থেকে। চেকরমারি সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে প্রচুর তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি এই জুয়া খেলার জন্য আসছে। বিহারে মদ নিষিদ্ধ। ফলে মদ এবং জুয়ার নেশায় মত্ত হতেই সেখানকার তরুণরা পা রাখছে পানিট্যাঙ্কিতে।

সূত্রের খবর, মূলত বিহারের বিভিন্ন ইটভাটার মালিক পরিবারের ছেলেরাই এই জুয়ার আসরের সবচেয়ে বড় খদ্দের। বিধাননগরে স্কুল ভাড়া নিয়ে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। ঠিক একই কায়দায় এখানেও কড়ি দিয়ে জুয়ার বোর্ড বসছে। সঙ্গে থাকছে সুরাপানের বন্দোবস্ত। জুয়াড়িরা খেলার পাশাপাশি আকণ্ঠ মদ্যপান করে বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দ নিতেই তারা প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখানে থেকে আবার বিহারে ফিরে যাচ্ছে। আর রাতে ইসলামপুর, চোপড়া সহ শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকার জুয়াড়িদের আনাগোনা বাড়ছে। এরা অবশ্য তাস খেলাকেই বেশি পছন্দ করছে। এখানে জুয়ার ঠেকে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। জুয়ার ঠেক থেকে আসা লভ্যাংশ পুরোটাই যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বা পুজো কমিটি পাচ্ছে তেমনটা নয়, জুয়া চালানোর জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে। সেই কমিটি লভ্যাংশের প্রায় অর্ধেক নিজেদের কাছে রেখে বাকিটা ক্লাবের পুজোর জন্য দিচ্ছে।

পানিট্যাঙ্কিতেই আরও একটি ক্লাবে রাতভর জুয়া খেলার অভিযোগ উঠেছে। এশিয়ান হাইওয়ে ফ্লাইওভার এবং খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এই ক্লাবেও প্রতিদিন রাতে কয়েক লক্ষ টাকার জুয়ার আসর বসছে। পুলিশ এই জুয়া বন্ধ করতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

আমরা বিষয়টি দেখছি। কোনও জুয়ার আসর চলতে দেওয়া হবে না।

– **নেহা জৈন,** *নকশালবাড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক*

টাকার ছড়াছড়ি

- পানিট্যাঙ্কির দুটি ক্লাবে জুয়ার আসর বসছে
- একটি ক্লাবে ক্যাসিনোর ধাঁচে কড়ি দিয়ে জুয়া চলছে
- বিহারের ইটভাটার মালিক পরিবারের ছেলেরা সেই খেলায় অংশ নেয়
- ঠেকে রোজ অন্তত ৩০ লাখ টাকার কারবার চলছে
- সঙ্গে মদের বন্দোবস্ত, জুয়ার আসরের চাহিদা তাই আরও বেশি

হাজার লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অক্টোবর : প্রায় ১ হাজার লিটার চোলাই নষ্ট করল পুলিশ। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই চোলাই নষ্ট করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌরীগছ এবং হাতিডোবায় রমরমিয়ে চোলাইয়ের কারবার চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। এ খবর পেয়ে এদিন সেখানে একটি বাড়িতে হানা দেন বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশকর্মীরা। ওই এলাকার কয়েকটি বাড়িতে বড় বড় ড্রামে রাখা হয়েছিল চোলাই। পাশাপাশি মজুত ছিল চোলাই তৈরির উপকরণও। অভিযান চালিয়ে ৫০০ লিটার চোলাই এবং চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করেছে পুলিশ।

ঘোষপুকুরের গির্জা লাইন, বাকু লাইন, বোমরা লাইনেও মদের অবৈধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ ছিল। সেইমতো এদিন ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা অভিযান চালান। পুলিশের দাবি, সেখানেও একাধিক বাড়িতে হানা দিয়ে নষ্ট করা হয়েছে প্রায় ৫০০ লিটার চোলাই। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজ চলছে।

বিক্ষোভে গ্রাম ছাড়লেন কর্তারা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : সমীক্ষার প্রথমদিনেই জোর ধাক্কা খেল বাংলা আবাস যোজনার কাজ। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকে সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল সরকারি সার্ভের দলকে। কোথাও আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ, কোথাও আবার গ্রামে ঢুকতে পারল না সরকারি সার্ভে টিম। সার্ভের টিমকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেন গ্রামের বাসিন্দারা। সেই বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন তৃণমূল নেতারাও। সবার দাবি, কেন্দ্র সরকারের সার্ভে অনুযায়ী তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সবাইকে ঘর দিতে হবে। ফলে সার্ভে না করেই ঘুরে যেতে হয় প্রতিনিধিদের।

সোমবার মালিওর-২ পঞ্চায়েতের তালসুর গ্রামে সমীক্ষায় এসে প্রথমে বিক্ষোভের মুখে পড়েন আধিকারিকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৭ সালের বন্যায় অনেকের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনার সার্ভের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। তাঁরা কেউ ঘর পাননি। দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্র আবাসের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

বৃত্তি পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার থেকে শুরু হল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চলতি বছরের বৃত্তি পরীক্ষা। ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত দার্জিলিং জেলার দশটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। প্রথমদিন ছিল বাংলা পরীক্ষা। সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন হয়েছে বলে পর্ষদের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক দীপক তরফদার জানান। জেলার প্রায় সাড়ে সতেরোশো পড়ুয়া পরীক্ষা দিয়েছে।

তুম্বাজোতের সেতু শোচনীয়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মাটিগাড়া থেকে পতিরাম হয়ে তুম্বাজোতে পৌঁছালেই চোখে পড়বে সেতু। এলাকায় তুম্বাজোত সেতু নামেই পরিচিত। প্রায় চার বছর ধরে ওই সেতুর শোচনীয় অবস্থা। স্থানীয় একটি ঝোরার ওপর থাকা ওই সেতু দিয়ে একদিকে ঝংকার মোড়, অন্যদিকে পতিরাম হয়ে মাটিগাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ওই সেতুর বেহাল অবস্থার কথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এমনকি বিডিওকেও জানিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমী এক্কাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি আশ্বাস দেন, ‘সেতুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

তুম্বাজোত সেতু দিয়ে যাতায়াত করলেই দেখা যাবে, সেখানে পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। বেরিয়ে রয়েছে লোহার রড। সেতুর একাংশে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শোভন সাহা বলেছেন, ‘ওটা সেতু নয়, মরণফাঁদ। মনের মধ্যে ভয় নিয়ে ওই সেতু দিয়ে চলাচল করতে হয়।’

এ প্রসঙ্গে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষের প্রতিক্রিয়া, ‘ওই সেতু নিয়ে ভীষণ চিন্তায় রয়েছি। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই সেতু সংস্কার করা সম্ভব নয়।’ এরপরেই তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ‘আমরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে এসজেডিএ-তে যাব। সমস্যার সমাধানের জন্যে মহকুমা পরিষদের কাছেও দরবার করব।’

ওই এলাকার বাসিন্দা শিউলি রায় জানালেন, কয়েকদিন আগেই সেতু দিয়ে যাওয়ার সময় একটি যাত্রীবাহী টোটো প্রায় উলটেই যাচ্ছিল। তিনিও মনে করেন, ‘সেতুটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।’ আরেক বাসিন্দা দীপক রায়ের কথায়, ‘প্রায় চার বছর ধরে সেতুর ওই অবস্থা। মাঝেমধ্যে অস্থায়ীভাবে গর্ত ভরাট করার কাজ হলেও কোনও লাভ হয় না।’

গত মাসে পাঁচ-ছয়টি বাইক দুর্ঘটনা ঘটেছে ওই সেতুতে, বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা শুভ সরকার। সেতু থেকে সামান্য দূরেই তাঁর দোকান। বললেন, ‘প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে, আর আমাদের ছুটে আসতে হয়।’ সকলেই চাইছেন সেতুটি দ্রুত সংস্কার করা হোক।

পিচের প্রলেপ উঠে বেরিয়ে রয়েছে রড। তুম্বাজোতে।

মায়ের কাছে ফেরাল পুলিশ

চাকুলিয়া, ২১ অক্টোবর : মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে এসে হারিয়ে যাওয়া এক শিশুকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার মিলনপাড়ায়। শিশুটির নাম মুরশেদ আলম (৩)। সে চাকুলিয়া থানার মিজাতিপুরের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রের খবর, এদিন মায়ের সঙ্গে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিল মুরশেদ। সেই সময় কোনওভাবে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। শিশুটিকে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। তার বাবা মোবারক হোসেন বলেন, ‘আমার স্ত্রী অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য এদিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ছেলেও সঙ্গে এসেছিল। সেই সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিড় ছিল। হঠাৎই ছেলে হারিয়ে যায়। কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি চাকুলিয়া থানায় জানানো হয়।’ এরপরই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত হাসপাতাল থেকে অনেকটা দূরে রাস্তায় মুরশেদকে দেখতে পাওয়া যায়। দিলীপকুমার সিংহ ও পূরণকুমার সিংহ নামে দুই সিভিক ভলান্টিয়ার তাকে উদ্ধার করেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন পরিবারের লোকেরা। চাকুলিয়া থানা জানিয়েছে, শিশুটিকে অপহরণের কোনও চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আবর্জনা নালায় আটকে দুর্ভোগ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : রাস্তা থেকে নিকাশিনালা, সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো আবর্জনা। সেই থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। আশপাশের বাড়ির মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে রীতিমতো। অভিযোগ, জনপ্রতিনিধিদের এব্যাপারে জানিয়েও কাজ হয়নি। ছবিটা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগরের।

আমতলা মোড় থেকে একটি রাস্তা বৌবাজারের দিকে চলে যায়। সোমবার দুপুরে সেখানকার স্থানীয়দের একাংশ ক্ষোভ উগরে দিলেন গোটা পরিস্থিতি নিয়ে। ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার দু’পাশে আবর্জনা জমে। কে বা কারা সেসব ফেলে দিয়ে গিয়েছেন, বুঝতে পারছেন না এলাকাবাসী।

তাঁদের মধ্যে বড়ন্তীদেবী পান্ডের কথায়, ‘নালায় আবর্জনা ফেলার কারণে নিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে।’ যাতায়াতের পথ আটকে থাকায় অনেকের বাড়িতে নোংরা জল ঢুকছে বলে অভিযোগ। যেমনটা ঢুকেছে বড়ন্তীর বাড়িতে। তিনি বললেন, ‘বহুবার জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে, তবুও কাজ হয়নি।’

ডাবগ্রাম-২’এর শান্তিনগর

পাশেই শিবু কীর্তনিয়ার দোকান। তাঁর বক্তব্য, ‘আবর্জনার পাহাড় যেন চারদিকে। সেগুলিতে পচন ধরে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।’ একই অভিযোগ আরও অনেকের। স্থানীয় চঞ্চল বিশ্বাস, মোহিত মণ্ডলের বাড়ির সামনে কে বা কারা প্রায়ই আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। এই সমস্যা শুধু এই এলাকায় নয়, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু জায়গায় পরিস্থিতি উদ্বেগের, জানালেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের পদক্ষেপের পাশাপাশি যাঁরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছেন, তাঁদের সচেতন হওয়াটাও জরুরি, মনে করেন শান্তিনগরবাসী।

কবে মিটবে সমস্যা? স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাবুসোনা দাসের প্রতিক্রিয়া, ‘আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ শুরু করা যায়নি। চালু হয়নি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম)। এবিষয়ে ব্লক প্রশাসনকে বহুবার জানানো হয়েছে।’ মূলত জমি সমস্যার কারণে এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু হয়নি বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর।

বাজিমেলায় দোকান গুছিয়ে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। সোমবার কাওয়াখালিতে। ছবি : সূত্রধর

বাজিমেলার সংখ্যা বেড়েছে রাজ্যে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এবারের দীপাবলিতে গতবছরের রেকর্ড ভাঙার আশায় আতশবাজি ব্যবসায়ীরা। সেই লক্ষ্যপূরণে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আতশবাজি মেলার সংখ্যা ২২ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১। সোমবার ৬টি মেলার উদ্বোধন হয়। এরমধ্যে মালদায় দুটি। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে একটি করে। উত্তরের সবচাইতে বড় মেলা বসেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালির মাঠে। যেখানে এবছর স্টল রয়েছে ৫০টি।

এদিন কাওয়াখালির আতশবাজি মেলার উদ্বোধন করেন সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। পরে বলেন, ‘কাওয়াখালিতে বাজি বাজারে স্টল দেওয়ার জন্য অনলাইনে ২৫০টি আবেদন জমা পড়েছিল। যার মধ্যে থেকে ৫০ জনকে বাছাই করা হয়। গতবছর রাজ্যজুড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। এবার সেই ব্যবসা ১৫ হাজার কোটির হবে বলে আশা করছি। উত্তরবঙ্গেও ২ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হবে।’

এবছর স্টলগুলিতে মজুত করা আতশবাজির মধ্যে ২০ শতাংশ এই রাজ্যে তৈরি বলে জানা গেল। বাকি ৮০ শতাংশের মধ্যে অধিকাংশ তামিলনাড়ুর শিবকাশি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বাবলার কথায়, ‘ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাজ্যের ২৩২টি বাজি কারখানাকে সবুজ আতশবাজি তৈরির ক্ষেত্রে শংসাপত্র দিয়েছে। যাঁরা আতশবাজির কারখানা করতে চাইছেন, তাঁদের রাজ্য সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। গতবছর রাজ্যে ৫২টি মেলা হয়েছিল। সেখানে এবছর বাজিমেলার সংখ্যা ৭২। মালদায় গতবছর মেলা না হলেও এবার তিনটে হচ্ছে।’

স্টলের হালহকিকত

- স্টলগুলিতে মজুত আতশবাজির ২০ শতাংশ তৈরি এই রাজ্যে
- বাকি ৮০ শতাংশের বেশিরভাগ তামিলনাড়ুর শিবকাশি থেকে আমদানি
- কাওয়াখালির মেলায় নানা ধরনের আতশবাজির সম্ভার
- গত বছর রাজ্যে ৫২টি মেলা হয়েছিল
- এবার বাজিমেলার সংখ্যা বেড়ে ৭২
- উত্তরে ২ হাজার কোটির বেশি, রাজ্যে ১৫ হাজার কোটির ব্যবসার আশা

কাওয়াখালি ছাড়াও শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা ও নকশালবাড়িতে বাজিমেলা হবে। তবে সেখানে স্টলের সংখ্যা কম। কাওয়াখালির মেলায় নতুন ধরনের আতশবাজি নিয়ে আসা হয়েছে। মাথায় রাখা হচ্ছে ছোটদের কথা। নজর কাড়বে পপকর্ন, ড্রোন, বাটারফ্লাইয়ের মতো আতশবাজি। সেগুলোর দাম ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। ছোটদের জন্য পমপম তুবড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়তি চমক হিসেবে থাকছে সোডাপপ স্কাইশট। যার দাম ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা।

মেলায় স্টল দিয়েছেন নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত বর্মন। গতবছরও তিনি স্টল দিয়েছিলেন। রঞ্জিতের কথায়, ‘মেলায় বিক্রি ধনতেরাসের পর থেকে সবচেয়ে বেশি হয়। বাইরে থেকেও অনেকে আসেন। তবে আতশবাজির দাম গত বছরের তুলনায় খুব বেশি বাড়েনি।’ বাবুপাড়ার রাহুল আগরওয়াল জানালেন, আরও অনেক ধরনের বাজি আসা বাকি। সবই সবুজ। তাঁর আশা, গতবারের চাইতে বেশি ব্যবসা হবে। মেলায় সুরক্ষার কথা ভেবে বাড়তি ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকছে। তবে সব স্টল এখনও চালু হয়নি। অধিকাংশ স্টলে আতশবাজি সাজানো হচ্ছে। এদিন মেলায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক ধীমান বাড়ুই, মদন ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

পড়ুয়ার খোঁজে বাড়ি বাড়ি শিক্ষকরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : পড়ুয়াদের খোঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন শিক্ষকরা। সোমবার এমনই চিত্র দেখা গেল চোপড়া ব্লকে। পুজোর ছুটির পর শনিবার প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। তবে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। অনেক স্কুলে মাত্র ১০-১২ জন নিয়ে ক্লাস চলছে। এই পরিস্থিতিতে এদিন থেকে পড়ুয়াদের খোঁজে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছেন শিক্ষকরা। আপাতত এই কর্মসূচি চলবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) ফারুক মণ্ডল বলছেন, ‘স্কুলগুলিতে উপস্থিতি কম। বিষয়টি নজরে এসেছে। পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকরা আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলছেন।’

শিক্ষকদের একাংশের মতে, গ্রামীণ এলাকায় পুজো উপলক্ষ্যে মেলা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে।

চোপড়া

যার ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে এখনও উৎসবের আমেজ রয়ে গিয়েছে। তাই ছুটি শেষে স্কুল খুললেও ছাত্রছাত্রীদের তেমন উপস্থিতি নেই।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিয়াজুল ইসলামের বক্তব্য, ‘এদিন পাশের গ্রামে যাই। পড়ুয়াদের স্কুলে আসার কথা বলেছি। অভিভাবকদেরও বিষয়টি জানানো হয়েছে।’ পড়ুয়ার নামের তালিকা ধরে শিক্ষকদের নিয়ে আশপাশের গ্রামগুলিতে ঘুরবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। লক্ষ্মীপুরের মোহনগছ প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক রাজু আহমেদ। তিনি বলেন, ‘এদিনও পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম ছিল। আশা করা যায়, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।’

অন্যদিকে, চুটিয়াখোরের দিঘাবানা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নুরুল হক বলেছেন, ‘প্রথম দিনের চেয়ে এদিন পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে। গ্রামে গিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে আসার কথা বলা হয়েছে।’ এবিষয়ে চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) বরুণ শিকদারের বক্তব্য, ‘সবে স্কুল খুলেছে। আর দু’একদিন দেখা হবে। এরপর প্রয়োজনে শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন।’

ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে বাড়িতে ব্যবহারের গ্যাস সিলিন্ডার (ডোমেস্টিক) খাবার হোটেল, ঠ্যালা, বিভিন্ন দোকানে লক্ষ করা যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেইসব দোকান, হোটেল কিংবা ঠেলায় অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা থাকছে না। যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে।

দিনকয়েক আগে ফুলবাড়ির একটি দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দোকানটিতে খুব বেশি দাহ্য পদার্থ না থাকায় সে যাত্রায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রেহাই মেলে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এভাবে ঝুঁকি নিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করলে কোনওদিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে?

নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক সরকার বলেছেন, ‘ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসার কাজে ব্যবহারের নিয়ম নেই।’ তিনি মনে করেন, ‘প্রশাসনের নজরদারি এবং লাগাতার অভিযান চালানো ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই।’

নজরদারি চালানোর বিষয়ে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের রুপালি দে সরকারের মন্তব্য, ‘এর আগে আমরা ব্লক প্রশাসনের তরফে অভিযান চালিয়েছিলাম। তখন কিছুটা আয়ত্তে আনা গিয়েছিল। পুজোর মধ্যে আবার রাশ আলগা হয়েছে।’ ফের অভিযানে নামার বিষয়ে সমিতিতে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রতীকী ছবি।

বর্তমানে শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলিতে হোটেল, চা, মিষ্টির দোকানে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার (কমার্সিয়াল) প্রায় চোখেই পড়ে না। বলছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা বাবলু ঘোষ। ইস্টার্ন বাইপাসের মিনতি রায়ের অভিজ্ঞতা, ‘ডোমেস্টিক সিলিন্ডার খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে যায় বলে অনেকসময় সিলিন্ডার পেতে দেরি হয়। এসব কালোবাজারি বন্ধ হওয়া দরকার।’

তবে কালোবাজারি বন্ধ করতে শেষ কবে অভিযান দেখা গিয়েছিল তা স্মরণ করে বলতে পারছেন না কেউই। অন্যদিকে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার প্রশ্ন তুলেছেন, ‘গ্যাসের সংযোগ দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি। ওদের কাছে কি হিসেব নেই, কোথায় কত সংযোগ দেওয়া হয়েছে?’ তারপরেই তাঁর মন্তব্য, ‘কালোবাজারি হচ্ছে মনে হলে ওদের তো অভিযান চালিয়ে এসব রোখা উচিত।’

ফুলবাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ তাজ হোসেনের মতে, ‘যে কোনও দোকানে গেলে ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন। সেই লাইসেন্স বানানোর আবেদন করার সময় স্থানীয় প্রশাসন চাইলে নজরদারি চালাতেই পারে।’ পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভার তরফেও বেনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো উচিত বলে মনে করছেন তিনি।

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে হোটেল, ঠ্যালা, দোকানে
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা থাকছে না, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে
- রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির তরফে নজরদারি চালানো হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে অভিযান বন্ধ
- দুর্ঘটনা এবং কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনের অভিযান ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই

মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা

সুযোগ এবং বিভ্রান্তি

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনে চলতি পরিস্থিতিতে বিস্তর সুযোগ আছে। অবিশ্বাস্য জনসমর্থন, সমাজের জনমত প্রভাবিত করার মতো অংশকে পাশে পাওয়া, গণমাধ্যমের সাহায্য, সামাজিক মাধ্যমে উপচে পড়া আনুকূল্য ইত্যাদি পুঁজি হিসেবে কাজ করেছে। আন্দোলনটি ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক উত্তর ঘটনাবলি, শাসকের সঙ্গে বারবার বৈঠক, অনশন সহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতায় আন্দোলন কিছুটা দিকভ্রান্তও বটে।

গণজাগরণ যে সম্ভাবনাগুলির জন্ম দেয়, তা সবসময় সম্পূর্ণ সফল হয় না। তবে সামাজিক ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করে, তা মেরামতে শাসককে বাধ্য করে। সাময়িক হলেও রাষ্ট্র সংস্কার করতে বাধ্য হয়। যেমন এখন এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সংস্কার চলছে। তদন্ত করছে সিবিআই।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণে প্রধান অভিযুক্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ফলে প্রশ্ন উঠবেই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হল কেন? শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্র নয়, সর্বস্তরে কেন এমন অবহেলা? লক্ষ্য কি বেসরকারি স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের কলেবরবৃদ্ধি? জুনিয়ার ডাক্তাররা এসব মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রোগী রেফারাল সিস্টেমের আধুনিকীকরণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বদলের উল্লেখ আছে বুড়িছোঁয়ার মতো করে। আলোচনায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেহাল অবস্থার কথাও উঠেছে। কিন্তু দুর্নীতি ও সরকারি অপদার্থতার ফোকাসটা অদৃশ্য। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবা বিপন্ন হওয়ার মূল যে বেসরকারিকরণ, তা নিয়েও এই আন্দোলন নীরব।

নানা রাষ্ট্রীয় নীতির খাঁড়ায় ভারতে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই বিপন্ন। পাশাপাশি রয়েছে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব, ওষুধে ভেজাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের অসহনীয় দশা। কিন্তু আন্দোলনে এসবের উল্লেখ কই? আন্দোলনটির শ্রেণি অবস্থান ও বর্শামুখ নিয়ে তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অনেক মানুষ যুক্ত থাকলেও আন্দোলনের উদ্দেশ্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত না বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্লোগান-সর্বস্বতায় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক হওয়া যায় না। এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াল না শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোনও কায়েমি স্বার্থকে শক্তিশালী করে ফেলছে, তার বিশ্লেষণ সমানভাবে হওয়া দরকার।

কেন জুনিয়ার ডাক্তাররা স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ ও জনস্বার্থের দাবিগুলি সামনে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন? এই আন্দোলনের সমর্থনে সরব এমন বহু ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন আছে, যারা দীর্ঘদিন গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত। তারা ফার্মা লবি, স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আন্দোলনে প্রবলভাবে সক্রিয় কর্পোরেট হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামোকে মজবুত করে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের স্বার্থরক্ষার ভাবনা উধাও। কারণ, এসব তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফি বছর সাড়ে পাঁচ কোটি ভারতীয় দরিদ্র হন। এর অধিকাংশ একদা মধ্যবিত্ত। আসলে এখন 'ডক্টরহুড'-এর জমানা। এখানে কোনও শ্রেণিভেদ নাই, চশমখোর-জনদরদি ফারাকহীন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলোচনার পর এক ডাক্তার নেতা বলেছিলেন, রাষ্ট্র, সুপ্রিম কোর্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাঁদের ভরসা আছে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আন্দোলন কার বিরুদ্ধে?

আরজি কর মেডিকেলের পর গত প্রায় আড়াই মাসে দেশে শতাধিক ধর্ষণ-খুন হলেও কোথাও প্রতিকার হয়নি। অথচ কোথাও তেমন বিক্ষোভ, আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বরং বাংলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ডাক্তার ও রোগীদের যুযুধান শিবির হিসাবে দেখানো হচ্ছে। রোগীদের জুড়তে না পারলে, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ নিয়ে নীরব থাকলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকি!

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

বাংলাদেশ, রাজাকার ও জামায়াতে

রবিবার পদ্মাপারে আড়াই মাস হল ইউনূসের সরকার। গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। বাজার অগ্নিমূল্য। আইনশৃঙ্খলা নেই।

অমল সরকার

এ বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কভার করতে গিয়েছিলাম। ভোটের দিন রাতে ঢাকার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, নির্বাচন হল বটে, কিন্তু যে ৬০ শতাংশ মানুষ (সে দেশের নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল, ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশ) ভোট দিলেন না, তাঁরা যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন থেকে যান তবে তা সরকারের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দেখা গেল, আট মাসের মাথায় বিরোধী রাজনীতির পরিসরের শূন্যতা পূরণে ছাত্ররা এগিয়ে এসে হাসিনাকে হটিয়ে দিল।

ছাত্রদের খেপিয়ে তুলতে আমেরিকার পাকা মাথা যে কাজ করেছে, তা এখন আর গোপন নেই। শেখ হাসিনার সরকার সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন উত্থাপিত ইস্যু এবং ছাত্রদের অভিযোগ অভিন্ন। আমেরিকা এবং ছাত্রদের কাজটা সহজ করে দেন স্বয়ং হাসিনাই। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনে তিনি অভাবনীয় উন্নতির নজির গড়ার পাশাপাশি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোট লুট, বাকস্বাধীনতা হরণের ঘটনাও মাত্রা ছাড়ায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে বাকিদের আড়াল করে তাঁর পিতা শেখ মুজিবুরের অবদানকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, আওয়ামি লিগেরও বহুজনের কাছে যা মানসিক সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিহাসের পাতায় কিছু চাপিয়ে চিরস্থায়ী করা যায় না। যে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়, বিগত পনেরো বছর তারা তাঁরই সরকারের তৈরি ইতিহাস বই পড়েছে, যার পাতায় পাতায় মুক্তিযুদ্ধের শতভাগ কৃতিত্ব কার্যত মুজিবকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্রেনওয়াশের পরিণতি শেষমেশ হাসিনা ও তাঁর দলের, গোটা দেশের জন্যও ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে।

পরিণতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল হাসিনার দেশত্যাগ পরবর্তী ক'দিনের ঘটনাবলি থেকে। প্রশাসনের অনুপস্থিতির সুযোগে উপোসী ছাড়পোকারা হিংস্র হায়নার রূপ ধারণ করে আওয়ামি লিগ সমর্থক আর সংখ্যালঘুর রক্তে হোলি খেলে। তালিবানি কায়দায় হত্যার পর গাছে, ল্যাম্পপোস্টে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে উল্লাস চলে। সেই ঘটনাবলিকে তীব্র আওয়ামি বিরোধী এবং ধর্মান্ধদের অসভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি টিভিতে লাইভ দেখার সময়েই একটি প্রশ্ন আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, মুজিব-কন্যার পর বাংলাদেশ কাদের হাতে গেল?

ঢাকার বঙ্গভবনের সেই শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়নি। উচ্চারিত হয়নি সে দেশের জাতীয় চার নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ মনসুর আলির নাম। বঙ্গভবন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুধু কোরান পাঠ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের চালু প্রথা মেনে কোরানের পর গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ করা হয়নি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলেও ৫ থেকে ৮ অগাস্টে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বালাই ছিল না। শপথ নেওয়ার সাতদিনের মাথায় ১৫ অগাস্ট মুজিবকে হত্যার দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করেনি নতুন সরকার। বাতিল হয় সেদিনের জাতীয় ছুটি।

গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা আওয়াজ তুলেছিল, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার'। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি রাজাকাররা শতশত খুন আর হাজার হাজার নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল। ইউনূসের নানা পদক্ষেপে স্পষ্ট, সেই রাজাকারদের অভিভাবক জামায়াতে ইসলামি তাঁর আসল উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার নেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জামায়াতের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন তিনি। জামাতকে খুশি করতে আরও সাতটি জাতীয় ছুটি বাতিল করতে গিয়ে ৭ মার্চকেও ছাড় দেননি ইউনূস। ১৯৭১-এর ওইদিনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যে ভাষণ শুনে ওপারের স্বনামধন্য কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'

৭ মার্চের সেই ভাষণকে অস্বীকার করার অর্থ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকেও নস্যাৎ করার চেষ্টা। ৭ মার্চের ওই ভাষণই গোটা জাতিকে যুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রক্তের মূল্যে কোনও স্বাধীনতার লড়াইকে মাপা হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অমূল্য, যার সঙ্গে মিশে আছে ভারতীয় সেনার রক্তও।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা......' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

এভাবেই দেশের ইতিহাসকে কলমের খোঁচায় মুছে ফেলার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছেন ইউনূস, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগে ৮৪ বছরের জীবনে একবারের জন্য সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ কার হাতে পড়েছে এবং কোন দিকে এগোচ্ছে।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা...' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

৭ মার্চের সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।' সেই বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীদের হুমকির মুখে এবার অনেক জায়গায় দুর্গাপুজো হয়নি। চট্টগ্রামের মতো বন্দর শহরে পুজোমণ্ডপে জোর করে ঢুকে ইসলামিক সংগীত পরিবেশন করেছে জামাত-ঘনিষ্ঠ সংগঠন। ঢাকায় প্রতিমা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হুমকি-সন্ত্রাসের এমন আবহে ইউনূস সরকার ১৫ জুলাই থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে সংঘঠিত খুন, ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসকারী অপরাধীদের গণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের যে ২০১০টি ঘটনা ঘটে তার ৯০-৯৫ ভাগই ঘটেছে ৫ থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে। সংখ্যালঘুদের উপর এমন নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের কারও সাজা হবে না, যারা মূলত জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসী।

আক্রান্ত শুধু সংখ্যালঘুরা নন। মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিও বিপন্ন সে দেশে। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ৭৫ বছর বয়সি অধ্যাপক আনোয়ার হুসেনের উপর হামলার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স প্রবীণের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় শুনে পরামর্শ দেন, 'বাবা, এখন এই পরিচয়ের কথা কাউকে আর না বলাই ভালো।'

গত রবিবার আড়াই মাস পূর্ণ করেছে ইউনূস সরকার। কেমন আছেন বাংলাদেশের মানুষ? ঢাকার কাওরান বাজার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি বাজারের মতো ব্যাগ ভরে মাছ-সবজি কেনাকাটা করার বড় মার্কেট। শনিবার সকালে ঢাকার এক সাংবাদিক ফোনে জানালেন, রাজধানীর সেই বড়বাজারে ক্রেতাদের অনেকেই আজকাল একটা বেগুন, চারটে পটল কিনছেন। দেড়-দু'মাস ধরে একশো টাকার নীচে কোনও সবজি নেই। কঠোর বাস্তব তুলে ধরতে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'ছোটবেলায় মা একটা ডিম পাঁচ ভাগ করে পাঁচ-ভাইবোনের পাতে দিতেন। সরকারকে ধন্যবাদ ছেলেবেলা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।' ডিম ১৮০ টাকা ডজন।

হাসিনার নামে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, তখন সরকারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে বহু মানুষ টিভি ক্যামেরার সামনে বলতে শুরু করেছেন, 'এর থেকে হাসিনাই ভালো ছিল।' আড়াই মাসেই গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। জনক্ষোভের মূলে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ছাড়াও আছে অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সামাজিক মাধ্যমে, টিভি চ্যানেলে ছুরি, পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ছড়াছড়ি। সদ্য ঢাকা ফেরত কলকাতার এক সাংবাদিকের কথায়, ৫ অগাস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বোপরি সামাজিক পরিস্থিতি বলতে গেলে আড়াইশো কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অবস্থার মতো। সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে। কিছুই স্বাভাবিক হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৪

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঈশ্বরই সমাধানের পথ দেখান। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি সমাধানের পথ খুঁজে দিয়েছেন।

- ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

ভাইরাল/১

মুখ, হাতের চামড়া কুঁচকেছে। সত্তরোর্ধ্ব এমন একজন বৃদ্ধাকে টি-শার্ট গুটিয়ে হাতের পেশি দেখাচ্ছেন এক তরুণ। কিন্তু গুগলি দিলেন বৃদ্ধা। নিজের মুঠো করা হাত কনুই থেকে আস্তে আস্তে মুড়তে থাকেন। বৃদ্ধার বাইসেপস আলুর মতো ফুলে ওঠে। নিজের হাতা নামিয়ে নিলেন তরুণ।

ভাইরাল/২

জনাকয়েক পুরুষ দিল্লিতে মেট্রোর মহিলা কামরায় উঠে পড়েছিলেন। মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। পরের স্টেশন আসতেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। পুরুষ যাত্রীদের চড় মেরে নামানো হয়। পুলিশের সঙ্গ দেন মহিলা যাত্রীরা।

জনমন জনমত

সুবিধাভোগীদের ভিড়ে কমছে চাকরির সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে সরকারি চাকরির বিষয়টি আজ এত নিম্নসীমায় পৌঁছেছে যে, সর্বস্তরের চাকরিপ্রার্থীই যে সরকারি চাকরি করবে - এমন স্বপ্নের কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারে না। কেননা কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে ছেলেটা স্বপ্ন দেখেছিল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবে তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে গত আট বছর এসএসসি হয়নি বলে। এরকম এক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যতটুকু নিয়োগ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার করছে, তাতে অর্ধেকের বেশি রিজার্ভ শ্রেণির জন্য পূর্বনির্ধারিত। বিশেষ করে যে কোনও চাকরির পরীক্ষায় এসটি এবং পিএইচ শ্রেণির কাটঅফ অর্ধেকে নেমে যায়।

শিক্ষা বলে সমতার কথা। কিন্তু আমরা সহানুভূতির নামে বিভেদ করে রেখেছি। একজন এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী এবং তার পাশে জেনারেল শিক্ষার্থী একই ক্লাস করল, একই সুযোগসুবিধা পেল। কিন্তু এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী চাকরির যোগ্যতার পরীক্ষায় অনেক কম পেয়েও এগিয়ে কেন? এসটিদের যে অর্থে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, আদতে কি সেইসব সুবিধা সব এসটি শিক্ষার্থী পাওয়ার যোগ্য?

যে ব্যক্তি এসটি কোটায় চাকরি পেলেন সেই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্তানের তো সেই সুবিধা পাওয়ার কথা না। কিন্তু পায়। যে কারণে সুবিধাভোগীদের ভিড়ে হারিয়ে যায় জেনারেলরা। পাশাপাশি একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে এগিয়ে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু যেসব বিভাগে জায়গা পূরণ হল সেসব বিভাগের কাজ পূরণ কি সম্ভব?

শিক্ষার আঙিনা থেকে যারা বহুদূরে তাদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার অন্য পদ্ধতি হতে পারত। যোগ্যতার পরীক্ষায় সর্বদা মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

ভারত-কানাডার মধ্যে টানাপোড়েন

সম্প্রতি ভারত ও কানাডার মধ্যে যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে অকারণে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত এবং দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত ট্রুডোর এই অভিযোগ কানাডায় বসবাসকারী শিখদের একটি চরমপন্থী অংশকে তুষ্ট করতে করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা কানাডার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করে।

ভারত তার কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। দুই দেশের মধ্যে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, বিশেষ করে জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য রয়েছে, তা এখন এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভারতের বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মাথায় রেখে এ ধরনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উভয় দেশেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। কানাডার উচিত কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা, যাতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। আশা করি, উভয় দেশ এই সংকট থেকে শীঘ্রই উত্তরণের পথ খুঁজে বের করবে।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যে সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই

চলার পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হয়। তারপর তাঁরা হারিয়ে যান একদিন। উৎসবের মরশুমে বেশি মনে পড়ে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ভোরের কুয়াশায় ঢেকে আছে ক্যাম্পাস। সামনেই পরীক্ষা। এসময় বায়োলজিকাল ক্লক ভীষণ সক্রিয়। সকাল সকাল কীভাবে যেন ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই এক কাপ গরম চা যে ভীষণ দরকার! অগত্যা কোনওভাবে গরম চাদর চাপিয়ে হস্টেল থেকে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে একটু দেখে নেওয়া সুবলদার চায়ের দোকানের ঝাঁপ খোলা কি না। হ্যাঁ, ঠিক খোলা।

সুবলদাও জানেন, ফি-বছর পরীক্ষার মরশুমে সকাল সকাল ছেলেদের একটু গরম চা চাই। তাই খুব ভোরে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বেকারির বিস্কুট আর গরম টাটকা পাউরুটির কার্টন দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার পথ ধরে। কয়লার উনুনটি জ্বেলে দুধ-চিনি সহযোগে কড়া পাকের দুধ চা চাপিয়ে দেন উনুনে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই শরীরের আড়মোড়া ধীরে ধীরে কাটতে থাকে।

ওদিকে কুয়াশা ভেদ করে অনতিদূরে জেগে ওঠে কার্সিয়াং পাহাড়। এভাবেই একদিন পরীক্ষা শেষ হয়। ছেলেরা যে যার মতো ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি ফেরে। নতুন ছাত্রছাত্রীর সমাগমে ক্যাম্পাস আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সুবলদার চায়ের দোকান রোজ খোলা হয়। পাহাড়টা ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বন্দর এলাকা। কয়েকটি দোকান। একটি সবুজ খেলার মাঠ ও মাঠ সংলগ্ন চারপাশে খোলা বারান্দার একটি প্রাইমারি স্কুল, আর ব্যাংকের একটি ছোটখাটো শাখা। দূরদূরান্ত থেকে

আসা কয়েকজন ব্যাংককর্মীর নিতান্ত প্রয়োজনে এ-তল্লাটে গড়ে উঠেছে মেসবাড়ি। মেসবাড়িতে রান্না করেন কল্পনা মাসি। তেলে-ঝালে রান্নায় স্বাদ আনাতে তাঁর বেশ সুনাম। কিন্তু না, বাঁকুড়া থেকে আসা ধ্রুব পান্ডা'র তেল-ঝাল পেটে সয় না। তাই কল্পনা মাসি রোজ রাঁধতে গিয়ে একবার ধ্রুবর কথা মনে পড়তেই সতর্ক হন। নিজেকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে চান তিনি। হঠাৎ একদিন কল্পনা মাসি জানতে পারেন, ধ্রুব মেস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেননা তাঁর পোস্টিং হয়েছে বাড়ির কাছাকাছি।

জেলা শহরের মোটর ভেহিকল অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। অফিসের পাশেই অস্থায়ী একচালা ঘরে এক সাদামাঠা খাবারের হোটেল চালায় এক দম্পতি। অনেক মানুষের ভিড়ে অফিসের এক বাবুও টিফিন আওয়ারে এসে খেয়ে যান ভাত। হোটেলের রাঁধুনি গৃহবধূ জেনে গিয়েছেন বাবুর ধনেপাতা দিয়ে বাটা মাছের পাতলা ঝোল খুব পছন্দ। তাইতো পরম মমতায় মাঝেমধ্যেই বাটা মাছ রাঁধা হয় এই তুচ্ছ হোটেলে। একদিন বাবুটির আসা বন্ধ হয়। বাটা মাছ পড়ে থাকে। পরে জানা যায়, ট্রান্সফার হয়ে তিনি নাকি অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

জীবনে চলার বাঁকে আমাদের এভাবেই বেশ কিছু অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্কগুলোকে কখনও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই। কিন্তু সম্পর্ক তৈরি হয়- কখনও স্কুলবেলায় পঁচিশ পয়সার বিনিময়ে আইসক্রিম হাত থেকে নেওয়া সেই বরফওয়ালার সঙ্গে, কখনও মেসবাড়িতে থাকতে গিয়ে পাশের মুদিখানার দোকানির সঙ্গে, কখনও ডেইলি যাতায়াতের সুবাদে বাস কনডাক্টরের সঙ্গে। এমন সম্পর্কগুলো হঠাৎ ছিন্ন হলে শুরুতে কোনও অভিঘাত তৈরি হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরে কোথাও যেন সম্পর্কগুলো ঘুমিয়ে থাকে। বহু বছর পর রাতে ঘুম না এলে হঠাৎ সুবলদা, কল্পনা মাসিরা জেগে ওঠেন। বেশি করে যেন উৎসবের সময়, উৎসব হারিয়ে যাওয়ার সময়ই।

(লেখক শিক্ষক, দিনহাটার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৭

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বন্যপ্রাণী ৯। বাধাবিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যেসব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্রসন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানিচোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৩৯৬৬

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতা, বদলেছে প্রতিবেশী সম্পর্ক

শমিদীপ দত্ত

হট টপিক

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : প্রতিবেশীরা পাশে থাকেন আপদ-বিপদে, এটাই ট্র্যাডিশন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। বদলাচ্ছেন প্রতিবেশীরাও। হয়তো সবাই নয়, কিন্তু একটা বড় অংশ তো বটেই।

শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন শহরবাসীর একাংশ। কোথাও নেশার আসরের প্রতিবাদের পর মারপিটে জড়িয়ে পড়েছে দুই প্রতিবেশী, কোথাও আবার স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলায় মধ্যস্থতা করতে গিয়ে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছেন অন্যরা। এসবের পাশাপাশি অপপ্রচারের অভিযোগও সামনে এসেছে।

সম্প্রতি আশিঘর ফাঁড়িতে কবিতা রায় নামে এক মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, দিনদুয়েক আগে তাঁর স্বামী এলাকায় নেশার আসর বসা নিয়ে প্রতিবাদ করেন। যা ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবেশী এক পরিবারের।

প্রথমে তারা কবিতার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে। তারপর মারধরও করে বলে অভিযোগ।

ওই ফাঁড়িতে অন্য একটি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেখানে প্রতিবেশী আবার অতিসক্রিয়। সুনীতা রায় নামে এক মহিলার দাবি, স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হচ্ছিল। আচমকা সেখানে চলে আসেন এক পরিবারের কয়েকজন সদস্য। কিছু বলার আগেই তাঁর স্বামীকে মারধর শুরু করেন। ভক্তিনগর থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা চর্চায় এসেছিল সম্প্রতি। সাবিনা খাতুন নামে একজনের অভিযোগ ছিল, প্রতিবেশী এক দম্পতি তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। কারণ খুঁজতে গিয়ে পরে তিনি জানতে পারেন, এমন কীর্তির পেছনে রয়েছে ঈর্ষা।

বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অমল রায়ের সঙ্গে। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আসলে বহুদিন ধরে যে পরিবারগুলো পাশাপাশি থাকে, তাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে শহর শিলিগুড়িতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা নতুন। সম্পর্ক বেশি সময়ের নয়। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি স্বার্থের বিষয়টি সামনে আসছে। স্বার্থে যখন আঘাত লাগে, তখন এধরনের ঝামেলা হয়। যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ থাকে না, তখন পাশের বাড়ির কারও খোঁজ রাখে না।'

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'ক্রাইমের কোনও ক্যাটিগোরি নেই। অপরাধ যে কেউ করতে পারে। আমাদের কাজ, কেউ ক্রাইম করে থাকলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। পুলিশ হিসেবে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি।'

সবে মিলে।। *মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ নাগ।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আটকে বিক্ষোভ

পাতে পোকাধরা খিচুড়ি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ অক্টোবর : হাঁড়ির ভেতর ডিম পচে একাকার কাণ্ড। কিলবিল করছে পোকা। সেই হাঁড়িতেই রান্না হয়েছে খিচুড়ি, তাও আবার কচিকাঁচাদের জন্য। এমনই অভিযোগকে ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারামজোত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সবকিছু জেনেশুনে ওই 'বিষাক্ত খিচুড়ি' বাচ্চাদের পাতেও দিয়ে ফেলেছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা কারও পেটে যায়নি। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা এসে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় বিডিও-কে।

নকশালবাড়ি বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলছেন, 'গ্রামবাসীর তরফে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কিলারামজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই প্রায় ১৪ বছর ধরে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। দয়ারাম ও কিলারামজোত সংসদের প্রায় ৫০ শিশু রয়েছে সেখানে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, এমনিতেই কেন্দ্রটি নিয়মিত খোলা হয় না। কর্মীরা মাঝেমধ্যে এলেও নিম্নমানের খাবার দেন শিশুদের। ফলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা। এদিনও পোকাধরা হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মনসুর আলম বলছেন, 'আমরা এর আগেও একাধিকবার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে সতর্ক করেছি। তবে তিনি কোনও পরোয়া না করেই নিজের ইচ্ছায় পোকামাকড়যুক্ত খিচুড়ি বাচ্চাদের খেতে দিয়েছিলেন। খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে আমরা হানা দিয়ে বিষয়টি ধরে ফেলি।' আরেক বাসিন্দা মহম্মদ সামিমের কথায়, 'ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই কর্মী নিজের লোকজন ডেকে আমাদের উপর চড়াও হন। এমনকি প্রমাণ লোপাট করতে নালার জলে রান্না করা খিচুড়ির হাঁড়িটি ফেলে দেন।' একই অভিযোগ করছেন মহম্মদ সুলেমান, মহম্মদ রাজা, রিনা খাতুনরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ভারতী ছেত্রীর দাবি, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি বলছেন, 'কয়েকদিন আগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আরেক কর্মী রান্না করে হাঁড়ি না ধুয়ে চলে গিয়েছিলেন। ফলে তাতে পোকা ধরে যায়। যদিও ওই বাসনগুলি ব্যবহার করা হয়নি।'

গ্রামবাসীর তরফে মহম্মদ

ক্ষোভের কারণ

- মণিরামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি নিয়মিত খোলা হয় না
- কর্মীরা মাঝেমধ্যে এলেও নিম্নমানের খাবার দেন বলে অভিযোগ
- এদিনও খিচুড়িতে কিলবিল করছিল পোকা
- সেই খিচুড়ি শিশুদের পাতে পড়তেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন গ্রামবাসী

গেনি দাবি করেছেন, প্রথমেই বিষয়টি তাঁরা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পদক্ষেপ না করায় শেষমেশ তাঁরা বিডিও'র দ্বারস্থ হন। নকশালবাড়ির ভারপ্রাপ্ত সিডিপিও দাওয়া শেরপা বলছেন, 'বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের শোকজ করা হবে।'

গজরাজের রাস্তা পারাপার। কিরণচন্দ্র চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

করিডরে হাতি দেখতে ভিড়ে চিন্তা

কিরণচন্দ্রে দুর্ঘটনার শঙ্কায় সতর্ক বন বিভাগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২১ অক্টোবর : রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর ওপর কিরণচন্দ্র চা বাগানের হাতির করিডরের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছেন পারমিতা। শিলিগুড়ি থেকে তাঁর সঙ্গী তনয়, সুভদ্রা, সুদীপরা। সঙ্গে শিশুও ছিল। অপেক্ষা, কখন বন্যপ্রাণ দল বেঁধে বাগডোগরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে যাবে। সুদীপদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আরও বেশ কয়েকজন। কেউ এসেছেন গাড়ি নিয়ে, কেউ বা স্কুটার-বাইকে। গজরাজ অবশ্য দর্শকদের নিরাশ করেনি।

রাত ৭টা নাগাদ প্রায় ৩৬টি হাতি বাগডোগরা জঙ্গলের রিসাবাড়ি ব্লক থেকে কিরণচন্দ্র চা বাগান হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়কে ওঠে। এদিকে, সেই খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা সড়কের দু'পাশে যানবাহন দাঁড় করিয়ে দেন। যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। এ তো গেল সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত দৃশ্য। একইরকম ঘটনা দেখা যায় ভোরেও। বাগডোগরা-নকশালবাড়ির রুটে কিরণচন্দ্র বাগানের সামনে হাতির করিডর এখন আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অন্যতম গন্তব্যস্থল। যা দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে বনবিভাগের।

হাতি দর্শনে এসে যে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে, সেদিকে হুঁশ নেই কারও। অনেকে আবার মুহূর্তকে ধরে রাখতে ফোটো তুলতে চলে যাচ্ছেন বুনোদের কাছাকাছি। এছাড়া যানবাহন বেপরোয়া গতিতে ছুঁটে এসে ধাক্কা মারার অভিযোগও সামনে এসেছে একাধিকবার।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও

> বর্তমানে বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে প্রায় ১১০টি, পানিঘাটা রেঞ্জে ২৫টি, বামনপুখড়ি রেঞ্জে প্রায় ২০টি হাতি রয়েছে। সবমিলিয়ে কার্সিয়াং ডিভিশনে সংখ্যাটা প্রায় ১৫০। আমরা ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরায় মনিটরিং করছি।
>
> **দেবেশ পান্ডে,** ডিএফও

দেবেশ পান্ডে বলছেন, 'বর্তমানে বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে প্রায় ১১০টি, পানিঘাটা রেঞ্জে ২৫টি, বামনপুখড়ি রেঞ্জে প্রায় ২০টি হাতি রয়েছে। সবমিলিয়ে কার্সিয়াং ডিভিশনে সংখ্যাটা প্রায় ১৫০। আমরা ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরায় মনিটরিং করছি। বাগডোগরায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। হাতির দেখা মেলার খবর পাওয়া মাত্রই কন্ট্রোল রুমকে জানাতে বলা হয়েছে। বাগডোগরা, পানিঘাটা, ঘোষপুকুর, টুকরিয়া, বামনপুখড়ির বনকর্মী এবং এলিফ্যান্ট স্কোয়াডকে যৌথভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি বাগডোগরা পুলিশের তরফে করিডরে দু'পাশে ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে যানবাহনের গতি কমাতে।'

বিকেল থেকে সারারাতের পর সকাল পর্যন্ত করিডরে গাড়ি নিয়ে টহল দিচ্ছেন বনকর্মীরা। ধানের মরশুম শুরু হতেই বাগডোগরা বনাঞ্চল থেকে বন্যপ্রাণের দল করিডর দিয়ে রেললাইন পেরিয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কেষ্টপুর, চৌপুকুরিয়া, বানুরছাট, হঠাৎ কলোনি, ছবিনবস্তি, ধিমাল, তারাবাড়ি, মিনগাড়া, পাহারগুমিয়া সহ একাধিক লোকালয়ে ঢোকে খাবারের খোঁজে। আবার ফিরে আসে বাগডোগরার দিকে। বহু বছর ধরে এভাবেই চলছে আনাগোনা। তবে আগে গাড়ি এবং ট্রেন চলাচল কম ছিল। তাই করিডরে হাতি-গাড়ির সংঘর্ষ কম হত। হতাহতও ছিল হাতেগোনা।

বনকর্তাদের মতে, আগে এত উৎসাহী মানুষ দেখা যেত না এলাকায়। ফলে সমস্যা কম হত। স্থানীয়রা বলছেন, এখন হাতির সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমন তাদের দাপটও বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রসঙ্গে কিরণচন্দ্র চা বাগানের ম্যানেজার প্রত্যুষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'রোজ হাতির দল যাতায়াত করছে। যে হারে মানুষ তাদের দেখতে আসছেন, তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।'

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ চেয়ে সড়ক অবরোধ

ইসলামপুর, ২১ অক্টোবর : জাতীয় সড়কে একের পর এক দুর্ঘটনার পর পুলিশের কাছে এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছিল গ্রামবাসী। পুলিশের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। তার জেরে সোমবার আরেকটি দুর্ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশকর্মীদেরও ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

এদিন সন্ধ্যায় ইসলামপুর ব্লকের ইলুয়াবাড়ি মোড়ে জাতীয় সড়কের পাশে একটি লরি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই লরির সামনে এক বাইকচালক রাস্তা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চালক লরি থেকে নামার জন্য দরজা খুললে পেছন দিক থেকে আসা একটি চারচাকার গাড়ি সেই দরজায় ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর গাড়িটি গিয়ে ধাক্কা মারে বাইকচালককে। তিনি ছিটকে পড়েন রাস্তায়। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। এরপর তাঁরা সেখানে ট্রাফিক ব্যবস্থার দাবি তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

আজমল কাসভ নামে স্থানীয় এক তরুণ বলছেন, 'আমাদের এলাকায় এই মোড়ে জাতীয় সড়কের উপর একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৮ অক্টোবরও এই মোড়ে আরেকটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই বাইক আরোহী আজও শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। সেদিনই আমরা পুলিশের কাছে এখানে গার্ড রেল বসিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছিলাম। পুলিশের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ না করায় এখানে আবার একটি দুর্ঘটনা ঘটল।' আব্দুর রহমান নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দাও পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। তিনি বলছেন, 'জাতীয় সড়কে অনেকদিন থেকে আলো জ্বলছে না। তাই পুলিশকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

এদিন রাস্তা অবরোধের পরই পুলিশের তরফে গার্ড রেলের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামপুরের ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং বলছেন, 'গ্রামবাসীর দাবি অনুযায়ী ইলুয়াবাড়ি বাইপাস মোড়ে এদিন চারটি গার্ড রেল বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে সেখানে দুইজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে ডিউটিতে দেওয়া হবে।'

২ আধিকারিক নেই, আটকে বহু কাজ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর ছুটি শেষে সোমবার খুলেছে বিভিন্ন সরকারি অফিস। অথচ ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে অনেককে পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হল এদিন।

কারণ, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এগজিকিউটিভ এবং সচিবের চেয়ার ফাঁকা। কয়েকমাস আগে এখানে টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই তৎকালীন সচিবকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। সেসময় অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটিতে ছিলেন এগজিকিউটিভ। পরবর্তীতে কাজে যোগ দিলেও কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বদলি করা হয়।

কাজ সামলাতে মাসখানেক আগে পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে এখানকার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দু'একদিন এসেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর আর দেখা মেলেনি। জানা গিয়েছে, পরবর্তীতে প্রশাসনের নির্দেশে সেই সচিবকেও বদলি করে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়েছে। ফলে তিনি এখন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন কিনা, বলতে পারছেন না কেউ। এছাড়া এগজিকিউটিভের বদলির পর নতুন কাউকে পাঠানো হয়নি।

দুই আধিকারিকের পদ ফাঁকা থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। জটিলতা কাটবে কবে? উত্তর খুঁজতে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছিল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের সঙ্গে। তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, নিয়ম মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজের দেখভাল এবং হিসেব রাখার দায়িত্ব সচিবের। যে কোনও ধরনের লেনদেন প্রক্রিয়া, অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া সহ বিভিন্ন ছোটখাটো কাজের জন্য রোজ এগজিকিউটিভের সই প্রয়োজন।

অসুবিধা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের সুনিতা রায় চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, 'সমস্যা তো হওয়ারই কথা। আমরা চাইছি, দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটানো হোক।' গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য তপন সিনহার কথায়, 'এভাবে চলতে পারে না। একসঙ্গে দুই আধিকারিক না থাকলে পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে হয়। কেন এরকম হচ্ছে, জানি না।'

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, এই কারণে বেশ কিছুক্ষেত্রে বকেয়া জমে। অনেকে কাজ করে টাকা পাননি। নতুন টেন্ডার দেওয়া কিংবা ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর ক্ষোভ, প্রশাসনিক উদাসীনতায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট আজ

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অক্টোবর : বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির (লিমিটেড) নির্বাচনে লড়াই করছেন একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। অক্টোবরের ২২ তারিখ ভোট। সবমিলিয়ে ১৭ জন প্রার্থী লড়বেন সেখানে।

কিছুদিন আগে এখানে সদস্যপদ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। যদিও পরে তা নিয়ে কোনও বোর্ড সদস্যই আর বিতর্কে জড়াননি। তবে নির্বাচন যে হাড্ডাহাড্ডি হতে চলছে, তা বলাই বাহুল্য। ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে দুজন বিজেপি, দুজন সিপিএম এবং দুজন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। বাকি ১১ জন তৃণমূলের সঙ্গে। অর্থাৎ তৃণমূল বনাম তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে।

ঘাসফুল নেতা কাজল ঘোষকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন তাঁরই দলের সহকর্মী প্রণবেশ মণ্ডল। দুজন মহিলা প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইতিমধ্যেই জয়ী হয়েছেন বলে খবর। কাজলের পাশাপাশি প্রার্থী হয়েছেন বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শিবেষ ভৌমিক। এছাড়াও বিধাননগরের পরিচিত মুখ পিযূষ সিং, ভোলা মণ্ডলরাও নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক দলের প্রতীকে লড়াই হচ্ছে না। তবে প্রার্থীদের রাজনৈতিক পরিচয় এই নির্বাচনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তো বটেই।

চা গাছ নষ্টের অভিযোগ

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : রবিবার রাতে আগাছানাশক দিয়ে চা গাছ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। চোপড়া থানার কাঁচনাডাঙ্গির ঘটনা। বাগান মালিক বিপিনকুমার সরকারের দাবি, 'প্রায় দেড় বিঘা জমির চা বাগান নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। রবিবার রাতের কাজ। সোমবার বিষয়টি বুঝতে পারি। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়।' তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এর আগেও চোপড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় এধরনের অভিযোগ উঠেছে।

মেলা শুরু

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীডাঙ্গিতে সোমবার থেকে দু'দিনের মেলা শুরু হল। সেখানে বসছে পালাটিয়া গানের আসর। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো মেলা ও পালাগানের আসর চলবে।

ধৃত তরুণ

বেলাকোবা, ২১ অক্টোবর : মদ পাচারের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কালীপুজোর আগে নাকা চেকিংয়ের সময় আকাশ ওরাওঁ নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

আবর্জনা সরানোর উদ্যোগ নেই গ্রাম পঞ্চায়েতের

বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ চায় নকশালবাড়ি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ অক্টোবর : নকশালবাড়িতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালুর দাবি ব্যবসায়ীদের। দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। যার ফলে নকশালবাড়িজুড়ে আবর্জনা নিয়ে সমস্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

গত অগাস্ট মাসে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার কথা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতির ভোটের দরুন থমকে যায় উদ্যোগ। অভিযোগ, প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার বিষয়ে উদাসীন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত।

এব্যাপারে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর মন্তব্য, 'আমরা বিডিও'র সঙ্গে প্রকল্পটি চালু করার জন্য আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। কালীপুজোর পরে প্রকল্পটি চালু করতে বলেছেন।'

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, নকশালবাড়ির অলিগলি, নিকাশিনালা এমনকি নদীতে বর্তমানে স্তূপাকারে জমে রয়েছে আবর্জনা। বেশ কিছুদিন ধরে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল, এশিয়ান হাইওয়ের ধারে বাজারের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এর পরেও গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও হেলদোল নেই।

আবর্জনার স্তূপে ছড়াচ্ছে দূষণ। নকশালবাড়িতে।

অন্যদিকে উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'কর্মীর অভাব রয়েছে। প্রকল্পটি চালু করতে হলে নতুন করে ২৫ জন কর্মী নিয়োগ করতে হবে। তাই পুজোর পরে চালু করা হবে।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিপিএমের রাধাগোবিন্দ ঘোষ বলেন, 'যখন প্রকল্পটি চালু ছিল, তখন প্রতিটি দোকান এবং বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হত। এখন প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ আবর্জনা ফেলার জায়গা পাচ্ছেন না।' তাই যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

> আমরা বিডিও'র সঙ্গে প্রকল্পটি চালু করার জন্য আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। কালীপুজোর পরে প্রকল্পটি চালু করতে বলেছেন।
>
> **-জয়ন্তী কিরো**
> *প্রধান*

> যখন প্রকল্পটি চালু ছিল, তখন প্রতিটি দোকান এবং বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হত। এখন প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ আবর্জনা ফেলার জায়গা পাচ্ছেন না।
>
> **-রাধাগোবিন্দ ঘোষ**
> *প্রাক্তন প্রধান*

হুদুভিটায় পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে প্রকল্পটি। রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি। নকশালবাড়িতে বড় সমস্যা আবর্জনা। ব্যবসায়ী সমিতির ভোটেও এটি ইস্যু হয়েছিল। বর্তমানে বাজারের আবর্জনা বাতারিয়া নদী, এশিয়ান হাইওয়ের ধারে ফেলা হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাতের অন্ধকারে রথখোলা সংলগ্ন টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের ধারে আবর্জনা ফেলা হয়। বিষয়টি বনকর্মীদের নজরে আসতেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে কড়া পদক্ষেপ করতে চিঠি দেন তাঁরা। তারপর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আবর্জনা ফেলার ব্যাপারে সতর্কতা জারি করা হয়।

বেশি ভাড়া চাওয়ার অভিযোগে স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে দ্বিগুণ গাড়িভাড়া চাওয়ার অভিযোগ উঠল দার্জিলিংয়ের চালকদের একাংশের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার 'রক্ষা সমূহ' নামে একটি সংগঠনের তরফে দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অভিযোগ, ১৪ অক্টোবর শৈলশহর থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার গাড়ির চালকদের একাংশ ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা গাড়িভাড়া দাবি করেন। বিষয়টি নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে 'রক্ষা সমূহ'-র তরফে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া বন্ধের দাবি তোলা হয়। প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে তারা।

জমি সাফ করে বিল ধরাবে পুরনিগম

মেয়রের কথা

যদি ফাঁকা জমিতে পড়ে থাকা ময়লা, ঝোপঝাড় জমির মালিক পরিষ্কার না করে, তবে সেগুলি আমরাই পরিষ্কার করে বিল পাঠিয়ে দেব। পুরনিগমকে সেই টাকা দিতে হবে।

শহরে মশার লার্ভার খোঁজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম কাটতেই এবার মশায় নজর। ডেঙ্গি রোধে নড়েচড়ে বসল পুরনিগম।

এবছর ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে নতুন করে এডিস মশার লার্ভা মিলেছে। পুজোর ছুটির পর সোমবার অফিস খুলতেই মশাবাহিত রোগ নিয়ে তাই তড়িঘড়ি স্বাস্থ্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন মেয়র গৌতম দেব। ঠিক হয়েছে, কোনও ফাঁকা জমিতে যদি আবর্জনা কিংবা জল জমে থাকে এবং জায়গাটি পরিষ্কারে কোনও উদ্যোগ না দেখান মালিক, সেক্ষেত্রে পুরনিগমই জায়গাটি পরিষ্কার করে বিল পাঠিয়ে দেবে।

মেয়র বলছেন, 'নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি- এই তিন মাসে ডেঙ্গি প্রবণতা বাড়ে। সেই কারণে এই তিন মাস বাড়তি নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনেক ফাঁকা জমিতে বোর্ড লাগানো হয়েছে। যদি ফাঁকা জমিতে পড়ে থাকা ময়লা, ঝোপঝাড় জমির মালিক পরিষ্কার না করে, তবে সেগুলি আমরাই পরিষ্কার করে বিল পাঠিয়ে দেব। পুরনিগমকে সেই টাকা দিতে হবে।'

২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গি ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। পুরনিগমের হিসাব বলছে, সেবছর আক্রান্ত হয়েছিলেন ২,৭৯৭ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্তের সংখ্যা কমে নেমেছিল ৫৪৩-তে। সেখানে এবছর পুরনিগম এলাকায় জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৮৪টি কেস মিলেছে। বর্তমানে শহরে দুটিমাত্র অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে। একটি ৩২ নম্বর ও আরেকটি ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

সোমবার শহরে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে পুরনিগমে বৈঠক। ছবি : তপন দাস

২৭ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়্যারহাউসে এডিস মশার লার্ভা মিলতেই ঘুম উড়েছে পুরনিগমের। পুজোর আগের বৃষ্টিতে শহরে আরও বেশ কিছু জায়গায় জল জমে রয়েছে। উৎসবের মরশুম থাকায় এতদিন সেদিকে তেমন নজর ছিল না কারোরই। এবার অবশ্য এলাকা ধরে ধরে নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম।

ওয়্যারহাউসটিতে কাস্টমসের বাজেয়াপ্ত করা কয়েকশো গাড়ি বছরের পর বছর ধরে পড়ে রয়েছে। সেই গাড়ির মধ্যে বৃষ্টির জল জমে বংশবিস্তার করছে মশা। গৌতম বলছেন, 'কাস্টমসের অফিসারদের সঙ্গে পুরনিগমের কমিশনার বৈঠক করবেন। আমাদের কর্মীরা ওয়্যারহাউসের ভেতরের অংশটি পরিষ্কার করছে। যেহেতু গাড়িগুলি মামলায় যুক্ত, তাই সেগুলিকে সরানো যাচ্ছে না। তবে গাড়িতে মশা মারার স্প্রে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সেগুলিকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'কাস্টমসকে ওই জায়গাটি পরিষ্কার করতে হবে। নয়তো কেন্দ্রীয় সংস্থাটিকে একটি পদ্ধতির মধ্যে আসতে হবে। কেননা জায়গাটি পরিষ্কার করতে অনেক টাকা আমাদের খরচ করতে হচ্ছে।' সংশ্লিষ্ট জায়গাটি যে সবসময় পরিষ্কার করা পুরনিগমের পক্ষে সম্ভব নয়, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মেয়র।

বৈঠকে ঠিক হয়েছে, নির্মীয়মাণ বহুতলগুলিতে পুরনিগমের তরফে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে। কেননা ওই সমস্ত জায়গায় বেশি জল জমে থাকার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জায়গায় যাতে জল জমে না থাকে, সেদিকেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। মাস দেড়েক আগে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পরিত্যক্ত জমি পরিষ্কার করে তার মালিকের কাছে প্রায় ৪৮ হাজার টাকার বিল পাঠিয়েছিল পুরনিগম। সেই ধাঁচেই এবার 'অবিবেচক' জমির মালিকদের শায়েস্তা করার পথ খুঁজেছে পুরনিগম।

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পুজোর সময় ছুটিছাটা ছিল। এবার সর্বশক্তি দিয়ে নেমেছে পুরনিগম। মশা মারার স্প্রে করা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ সবেতেই বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে।'

এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাড়তি নজর

- ৫ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন করে এডিস মশার লার্ভা মিলেছে
- ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে লার্ভা মিলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়্যারহাউসে
- নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি- এই তিন মাস ডেঙ্গি প্রবণতা বাড়ে
- পুরনিগম এই তিন মাস বাড়তি নজরদারি চালাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে

কোথায় কোথায়

নির্মীয়মাণ বহুতলগুলিতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জায়গায়

মুহূর্তে 'পালটে গেল' রক্তের গ্রুপ

ব্লাড ব্যাংকের ভূমিকায় অবাক পরিজন

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২১ অক্টোবর : ব্লাড ব্যাংকের গাফিলতির কারণে হয়রানির শিকার রোগীর পরিজনরা। হন্যে হয়ে ডোনার জোগাড় করে রক্ত দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পালটে গেল রক্তের গ্রুপ। রবিবার এমনই আজব কাণ্ড ঘটেছে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। যদিও ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে 'খুব সাধারণ' বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর পুনরায় রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার জন্য বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবের কর্মীদের হাসপাতালে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি বেআইনি বলে দাবি করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়।

মিলনপল্লির বাসিন্দা সবিতা বিশ্বাসকে কয়েকদিন আগে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার চিকিৎসক জানান, রোগীকে রক্ত দিতে হবে। এরপর রোগীর রক্তের নমুনা এবং রিকুইজিশন ফর্ম নিয়ে ব্লাড ব্যাংকে যান পরিজনরা। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত না থাকায় সেখান থেকে তাঁদের 'ও পজিটিভ' রক্ত জোগাড় করতে বলা হয়। হন্যে হয়ে 'ও পজিটিভ' ডোনার খুঁজে তাঁকে ব্লাড ব্যাংকে এনে রক্ত দেওয়ান পরিজনরা। তাঁদের অভিযোগ, কিছুক্ষণ বাদে ব্লাড ব্যাংক থেকে বলা হয় রোগীর রক্তের গ্রুপ পালটে 'ও নেগেটিভ' হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই হতবাক হয়ে যান পরিজনরা। রোগীর ছেলে শিবু বিশ্বাস বলছেন, 'মায়ের রক্তের গ্রুপ একবার পজিটিভ, আরেকবার নেগেটিভ হওয়ায় আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক বন্ধুকে এনে রক্ত দেওয়ানোর পরও মায়ের রক্তের সমস্যা মিটল না। একদিকে ডাক্তার রক্ত দিতে বলেছেন, আরেকদিকে রক্তের গ্রুপ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।'

মায়ের রক্তের গ্রুপ একবার পজিটিভ, আরেকবার নেগেটিভ হওয়ায় আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছি।

শিবু বিশ্বাস
রোগীর ছেলে

এদিকে, সোমবার ব্লাড ব্যাংকের তরফে পুনরায় বেসরকারি জায়গা থেকে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করতে বলা হলে সেখানে 'ও পজিটিভ' এসেছে বলে অভিযোগ পরিজনদের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে একজন রোগীর রক্তের গ্রুপ পালটে যেতে পারে? অন্যদিকে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার জন্য কীভাবে বেসরকারি প্যাথ ল্যাবের কর্মীকে ভেতরে ঢুকে রক্তের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হল?

ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার ডাঃ জয়িতা চক্রবর্তীর যুক্তি, 'ডোনারের সঙ্গে রোগীর রক্তের ক্রস ম্যাচ করতে গিয়ে এই সমস্যা ধরা পড়েছে। রোগী বয়স্ক, তাই বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবনের কারণে হয়তো অ্যান্টিবডি দুর্বল হয়ে রক্তের গ্রুপ নিয়ে এই সমস্যা হচ্ছে।'

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার বলছেন, 'হাসপাতালের ভেতরে বাইরের ল্যাবের কর্মীদের প্রবেশ একদমই নিষিদ্ধ। কীভাবে বাইরের ল্যাব থেকে হাসপাতালে এসে রক্ত সংগ্রহ করে রিপোর্ট দিল, তা তদন্ত করে দেখব। এছাড়া রক্তের গ্রুপ নিয়ে ব্লাড ব্যাংকের রিপোর্টে কী সমস্যা হয়েছে সেটিও রোগীর পরিজন এবং ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের নিয়ে বসে আলোচনা করব।'

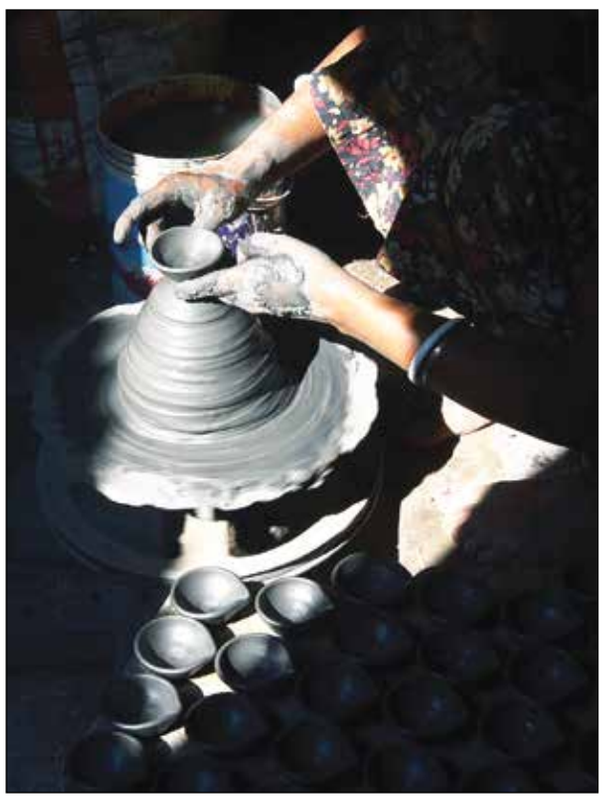

অন্ধকার কাটিয়ে আলোর খোঁজে চাকা ঘুরছে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বিশাল রাউত, প্রদীপ পাসওয়ান, ছোট্টু হেলা ও রঞ্জন সাহানী। এদের মধ্যে রঞ্জনের বাড়ি বিনয়মোড়ে। ছোট্টু শ্রবণনগরের বাসিন্দা। বিশাল ও প্রদীপের বাড়ি টিকিয়াপাড়ায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, সর্বহারা কলোনির সবজি বাজার এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। গ্রেপ্তার করা হয় চারজনকে। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নালার কাজ অর্ধসমাপ্ত

বাগডোগরা, ২১ অক্টোবর : ৬-৭ মাস আগে শুরু হওয়া নিকাশিনালার কাজ আজও শেষ হয়নি। এনিয়ে ক্ষোভ জমছে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা গ্রামে। কংক্রিটের নালা তৈরির জন্য রাস্তার ধার বরাবর গর্ত খোঁড়া হলেও তা এখনও ভরাট করা হয়নি। এর জেরে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে স্থানীয়দের। এলাকার বাসিন্দা রতন ঘোষ বলেন, 'আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নালার কাজ শুরু করা হয়েছিল। সেই কাজ অর্ধসমাপ্ত রয়েছে।' দ্রুত কাজ শেষের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল ঘোষের বক্তব্য, 'ওই কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সম্ভবত সাড়ে ৫ বা সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। গর্ত বুজিয়ে ফেলা হবে। ঠিকাদার না করলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শ্রমিক দিয়ে তা করানো হবে।'

অভিযুক্ত অধরা

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে বহুজাতিক ফাস্ট ফুড চেইনের স্টোর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যে দোকানটির কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যদিও চুরির এখনও কোনও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। প্রসঙ্গত, ১৪ অক্টোবর রাতে ওই দোকানের লকার ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা চুরি হয় বলে অভিযোগ।

সংশোধনী

২০ অক্টোবর প্রকাশিত আমার শহর পাতায় 'বেহাল রাস্তা নিয়ে মেয়রকে কটাক্ষ' শীর্ষক খবরে কৌশিক কুণ্ডু ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পড়তে হবে।

পানীয় জলের প্রতীক্ষায় এক খুদে। - সংবাদচিত্র

জল নিতেই দিন কাবার রানাবস্তির

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বালতি, বোতল হাতে রোজ লাইন দেওয়াটাই যেন ওঁদের ভবিতব্য। কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে ৪৫ মিনিট, কখনও বা দেড়-দুই ঘণ্টা। জল নিতে গিয়ে হুড়োহুড়িও লেগে যায়। মারপিট, ঝামেলাও লেগে থাকে হামেশাই। লাগবে নাই বা কেন, হাজারেরও বেশি বাসিন্দার জন্য যে গোটা বস্তিতে মাত্র দু'খানা টাইমকল।

না, এ কোনও গঞ্জ কিংবা মফসসলের কথা হচ্ছে না। শহরের একেবারে বুকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রানাবস্তিতেই এমন কাণ্ড ঘটে রোজ। জল নিয়ে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় বাসিন্দাদের। সমস্যাটা দীর্ঘদিনের। কিন্তু জলসংকটের কথা নেতা-কাউন্সিলারের কানে তুলেও তেমন আর সুরাহা হল কোথায়? প্রশ্ন তুলছেন রানি মাহাতো। তাঁর কথায়, 'মাত্র দুটো টাইমকল থাকায় প্রতিদিন আমাদের জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়। এমনকি মাঝেমধ্যে জল আসে না, তখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।'

সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, জল সংগ্রহ করতে লাইনে দাঁড়িয়ে জনা বিশেক লোক। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে কার্যত অধৈর্য দেখাচ্ছিল মৌসুমি সরকারকে। তিনি বলছিলেন, 'সকালে এসেছিলাম জল ভরতে। তবে, সুতোর মতো জল পড়ছিল বলে পাইনি। আবার সন্ধ্যায় আসতে হল। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে জানি না।'

লাইনে দাঁড়িয়েই এক প্রবীণ আবার খোঁজ নিচ্ছিলেন, আরেক কলের সামনে কী অবস্থা। দু'-একজন লাইন ছেড়ে বেরিয়েও গেল। বাকিরা অবশ্য অস্বস্তি নিয়েই অপেক্ষায়। প্রবীণ বাসিন্দা বাসন্তী মাহাতো বলছিলেন, 'এই বুড়ো বয়সে জলের জন্য এত কষ্ট করতে হচ্ছে। এতবার কাউন্সিলারকে বলেও কোনও লাভ হয়নি।' তাঁর মতো অনেকেরই দাবি, এলাকায় আরও জলের কল বসানোর ব্যবস্থা হোক। নইলে এই সমস্যা মেটার নয়।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা জলের সমস্যার কথা অবশ্য মেনে নিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যা হচ্ছে, এটা ঠিক। আমরা মাঝেমধ্যে জলের ট্যাংকও দিচ্ছি। তবে জলের কল যাতে বসানো যায়, সেই চেষ্টাই করছি।'

হকার্স কর্নারে পার্কিং লট বিশবাঁও জলে

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : কোর্ট মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় যানজট সমস্যা মেটাতে একসময় হকার্স কর্নারে মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং করে পার্কিং লটের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন গৌতম দেব। তৎকালীন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনও করেছিলেন। এরপর প্রায় দুইবছর কাটতে চলেছে, সেই পরিদর্শনের পর বিষয়টি আর কতদূর এগোল? সে ব্যাপারে অবশ্য কারও কিছু জানা নেই। ফলে পার্কিংয়ের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'সৌরভকে নিয়ে সেই সময় ওই জায়গা পরিদর্শন করেছিলাম। তারপর সৌরভও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান, সিইও বদল হল।' তাহলে কি গোটা পরিকল্পনা পরিদর্শনেই শেষ? মেয়রের বক্তব্য, 'বিষয়টা দেখছি।'

শহরে যানজট সমস্যার দোসর পার্কিং লটের সমস্যা। বছর দুয়েক আগে মিশন-২০৫০-কে সামনে রেখে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী গৌতম দেবের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসেছিলেন।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উচিত, বাজারটা নতুন করে তৈরি ও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমরা এই বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েছি।

কানাইলাল পোদ্দার সভাপতি
হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি

বিশেষ করে শিলিগুড়ির যানজট নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। যানজট দূর করতে শহরের কোথায় কোথায় পার্কিং লট করা যেতে পারে, তা নিয়েও কথা হয়েছিল একাধিকবার। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে হকার্স কর্নারের একটি জায়গায় পার্কিং লটের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন গৌতম। যা নিয়ে সেই সময় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পরিদর্শন হয়েছে ব্যবসায়ী সমিতিকে না জানিয়ে।

এনিয়ে সোমবার কথা হচ্ছিল হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কানাইলাল পোদ্দারের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'পরিদর্শনের পরও আমাদের সঙ্গে পার্কিং লট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এখনও বিষয়টা অজানা।' তাঁর সংযোজন, 'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উচিত, বাজারটা নতুন করে তৈরি ও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমরা এই বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েছি।' মেয়রের বক্তব্য, 'শহরে পার্কিং লটের ভীষণ প্রয়োজন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার বাজারের এখানেই পার্কিং লট হওয়ার কথা ছিল। ছবি : তপন দাস

নজর কাড়বে কথাকলি কালী

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এর আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আদলে মণ্ডপ তৈরি করে দর্শনার্থীদের চমকে দিয়েছে সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব। মিষ্টি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে এই ক্লাবের পুজো তাক লাগিয়ে দিয়েছে শহরের বাইরেও। প্রতিবারই প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জায় দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই পুজো। এবার ৫৪তম বর্ষের আকর্ষণ সোনার তরীর আদলে মণ্ডপসজ্জা আর কথাকলি নৃত্যের ভঙ্গিমায় কালী প্রতিমা। পুজো ঘিরে এখন চরম ব্যস্ততা চলছে ক্লাব সদস্যদের।

দুর্গাপুজোর মতোই কালীপুজোতেও বিশেষ থিমে একে অপরকে টেক্কা দিতে তৎপর ক্লাবগুলো। শহরের বড় কালীপুজোর মধ্যে এই ক্লাবের পুজো অন্যতম। পুজোর দিনগুলো শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয় সমাজসেবামূলক কাজও করা হয়ে থাকে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কর্মকার বলেন, 'বিগত বছরগুলোতে আমাদের পুজো শহর ও শহরের বাইরের মানুষদের যেভাবে নজর কেড়েছে আশা করছি চলতি বছরও তাঁরা আশাহত হবেন না।'

শিল্পী পার্থ ভৌমিক ও বিকাশ সাহার তত্ত্বাবধানে এবারের মণ্ডপ তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করা শুরু করেছেন কর্মীরা। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন উত্তম দাস। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ নিখিল মণ্ডল জানান, এবছরও পুজোয় নতুনত্ব খুঁজে পাবেন দর্শনার্থীরা। সুষ্ঠুভাবে যাতে পুজো পরিচালিত হয় সেজন্য ক্লাবের সদস্যদের কড়া নজরদারি থাকবে।

শহরের পুরোনো এই পুজোর আয়োজন নিয়ে আগ্রহ রয়েছে শহরবাসীর। সুকান্তপল্লির বাসিন্দা তিয়াসা ধর জানান, ছোট থেকেই কালীপুজো মানে আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো দেখা ও পরিবারের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর পাল জানিয়েছেন, পুজোতে সপরিবার একদিন এই পুজোতে ঘুরতে যাবেন বলে তিনি ঠিক করে রেখেছেন।

সোনার তরী

- আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের আকর্ষণ সোনার তরীর আদলে মণ্ডপসজ্জা
- মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা হবে কথাকলি নৃত্যের ভঙ্গিমায়
- প্রতিমা তৈরি করছেন শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী তাপস পাল

ভারতে আরও থাকার আর্জি তসলিমার

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ভারতকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দিলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ভারতে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বার্তায় তসলিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'প্রিয় অমিত শা জি, নমস্কার। আমি ভারতে থাকি, কারণ আমি এই মহান দেশকে ভালোবাসি। গত ২০ বছর ধরে এটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০২২ সালের জুলাই থেকে আমার এ দেশে বসবাসের অনুমতি সম্প্রসারিত করেনি। আমি এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

ইস্তফার নথি নেই হাসিনার

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। সোমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন দাবি করেছেন, ভারতে চলে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যাননি।

রাষ্ট্রপতির বয়ান মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দাবিতে চাঞ্চল্য

প্রকাশ্যে আসতেই পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শপথ লঙ্ঘনের শামিল। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা রয়েছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।'

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটি মিথ্যা এবং তাঁর শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, তিনি নিজেই ৫ অগাস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পিছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন।'

দিল্লি নজরে জাস্টিস লিগ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফের স্কুলের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। সেই সূত্রেই গোয়েন্দাদের নজর পড়েছে জাস্টিস লিগ ইন্ডিয়া (জেএলআই) নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাদের সম্পর্কে তথ্য পেতে টেলিগ্রাম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মন্দির পুনর্নির্মাণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : পাক পঞ্জাবের নারোয়াল জেলার জাফারওয়ালে ইরাবতী নদীর তীরে থাকা বাওলি সাহিব মন্দির নতুন করে গড়া শুরু হল। এই কাজ করছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি)। জরাজীর্ণ মন্দিরটি গত ৬৪ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায়। শেষ উপাসনা হয়েছে ১৯৬০ সালে। নারোয়ালে কোনও মন্দির নেই। এই জেলায় হাজারের বেশি হিন্দু বসবাস করেন। তাঁদের পুজো দিতে যাওয়ার মন্দির না থাকায় বাড়িতেই পুজোআচ্চা করতে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সময় নারোয়াল জেলায় ৪৫টি মন্দির ছিল। সময়ের আবর্তে সেগুলি ভেঙে পড়েছে। বাওলি সাহিব মন্দিরের সংস্কারের কথা গত কুড়ি বছর ধরে বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন রতনলাল আর্য। একসময়ে তিনি ইটিপিবি-র সভাপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর, শিয়ালকোটে অবশ্য মন্দির আছে।

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর : ফারুক

গান্ডেরবাল হামলা : কেন্দ্রের সুরে সুর

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর : কাশ্মীর পাকিস্তান নেহি বনেগা।

'পাকিস্তান ৭৫ বছর ধরে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করছে। এতদিনে যখন পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না।' রবিবারের গান্ডেরবাল হামলার নিন্দা করতে গিয়ে সোমবার এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে নিশানা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরে সদ্য ক্ষমতায় আসা ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) প্রধান ফারুক আবদুল্লা।

গান্ডেরবালের সোনমার্গে জঙ্গি হামলায় ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন একজন কাশ্মীরি চিকিৎসকও। আহত বেশ কয়েকজন। হামলার পর এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এদিকে হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এই প্রথম উপত্যকায় কাশ্মীরি ও ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের একসঙ্গে নিশানা করল জঙ্গিরা। রবিবারই গান্ডেরবালে হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে নিশানা করেছেন এনসি সভাপতি তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

শ্রীনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি পাকিস্তানের নেতাদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান, তাহলে তাঁদের এটা (সন্ত্রাসবাদে মদত দান) বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীর পাকিস্তান হবে না।' ফারুকের হুঁশিয়ারি, 'সময় এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার, নইলে পরিণতি হবে ভয়াবহ... কীভাবে? আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে কী করে আলোচনা হবে?'

রবিবার জঙ্গির হাতে নিহত স্বামীর দেহ পেয়ে কান্না স্ত্রীর। জম্মুতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিদের সফট টার্গেটে পরিণত করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই আক্রমণটি খুব দুর্ভাগ্যজনক... পরিযায়ী দরিদ্র শ্রমিকরা এবং একজন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা এর থেকে কী পাবে? তারা কি এখানে একটি পাকিস্তান তৈরি করতে পারবে?' এনসি নেতারা হামলার নিন্দা করলেও সামাজিক মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবারের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা বলতে রাজি হননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গান্ডেরবালে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই নির্বোধ সহিংসতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জানাই। তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

এদিন হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি বলেন, 'নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর নৃশংস ও বর্বর হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করতে বলেছি যা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগীরা ভবিষ্যতে মনে রাখবে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদীদের একজন চিকিৎসক এবং পরিযায়ী শ্রমিক সহ বহু মানুষকে হত্যা করা খুবই কাপুরুষোচিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিকতা কখনই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আস্থা ভঙ্গ করবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ।'

এয়ার ইন্ডিয়ায় না চড়ার হুমকি পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা খালিস্তানপন্থী জঙ্গিরা যে ভারতের উড়ান শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে, সেই ইঙ্গিত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। গত একসপ্তাহে শতাধিক বিমানে হামলা চালানোর ভুয়ো হুমকি এসেছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মারফত। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে না চড়তে যাত্রীদের হুঁশিয়ারি। হুমকিবার্তা দিয়েছেন আমেরিকাবাসী খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা পান্নুনের বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কর্তারা। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস)। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জুলফিকার হাসান জানিয়েছেন, ভারতের আকাশপথ পুরোপুরি নিরাপদ। নিশ্চিন্তে বিমান সফর করতে পারেন যাত্রীরা।

মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাবে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর :মাদ্রাসা বন্ধের জন্য সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সেই পরামর্শ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য পদক্ষেপ করতেও শুরু করেছিল। কমিশনের প্রস্তাব এবং সরকারের পদক্ষেপের ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। অভিযোগ ছিল, এই মাদ্রাসাগুলি শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, অনুমোদনহীন এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলি থেকে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ওই নির্দেশিকাগুলি জারি করা হয়েছিল। উভয় রাজ্যের নির্দেশিকার ওপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ নামে একটি সংগঠন। মামলাকারী পক্ষের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকায় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর অধিকার খর্ব হচ্ছে। মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। কমিশনের প্রস্তাব এবং দুই রাজ্যের নির্দেশিকার ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। এর মধ্যে আর কোনও রাজ্য এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করলে সেটির ওপরেও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। তাতে মাদ্রাসার 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারে তার প্রভাব নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১ অধ্যায়ের ওই রিপোর্টে কমিশনের মূল পরামর্শ ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা হোক এবং সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়ের শঙ্কা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি ওড়িশার পুরী ও বাংলার সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই সতর্কিত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্রবাঁধের তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুধবার থেকেই কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় অতিভারী বৃষ্টি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোনও জায়গায় আছড়ে পড়বে। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি সাইক্লোন সেন্টার খোলা হয়েছে। সমুদ্রবাঁধের কাছে যারা বসবাস করেন, তাঁদের সরিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাকদ্বীপে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ প্রভৃতি সংস্থাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় সমুদ্রবাঁধের নজরদারিতে সেচ দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও বাঁধে ফাটল দেখা দিলে দ্রুত তা মেরামত করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিভাগ কৃষকদের আবেদন জানিয়েছে, ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলে তা যেন কেটে নেওয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়। মাঠে থাকা বিভিন্ন সবজি, পানের বরজ, ডাল, শস্যের জমি প্রভৃতিতে যথাযথ জলনিকাশি ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : সম্প্রতি বেশকিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি দাবিও জানিয়েছেন। হাঁপানি, টিবি, গ্লকোমা, চোখের সমস্যা, অন্যান্য সংক্রমণ, মানসিক রোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগের ওষুধের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে মূল্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কয়েকমাস আগেই এনপিপিএ, ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক সহ একাধিক ওষুধের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এত কম সময়ের মধ্যে এই ভাবে ওষুধের দামবৃদ্ধি বাংলার আমজনতাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দামবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই চিন্তিত। তার ওপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে। যা আমজনতার কাছে বিরাট ধাক্কা।'

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ করবে বলেও আশা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্যারাসিটামল সহ ৮০০ ওষুধের দাম বেড়েছিল। এইসব ওষুধ ছাড়াও অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন, বেনজিন পেনিসিলিন ১০ লাখ আইইউ ইনজেকশন, লিথিয়াম ট্যাবলেট ৩০০ গ্রাম, স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার, স্যালবুটামল ট্যাবলেট সহ একাধিক ওষুধের দামেও প্রভাব পড়বে কেন্দ্রীয় এই সিদ্ধান্তের কারণে।

২৪-এ মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মন্ত্রীদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে পরিস্থিতি অস্থির হলেও মন্ত্রীদের দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতেই হবে। কোনও গাফিলতি থাকা চলবে না। ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। আবার সামনের মাসে ১৩ নভেম্বর রাজ্যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেইসব মাথায় রেখেই বর্তমানে বিভিন্ন কারণে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিককে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব থাকেন। থাকেন সব দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। এবারই কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিককে মন্ত্রীসভার বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। এদিন নবান্নে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার মন্ত্রীদের বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির থাকার জন্য বার্তাও পাঠিয়েছে নবান্ন। সামনেই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬টি উপনির্বাচনের ভোট শাসকদল তৃণমূলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬টি আসনে জেতা শাসকদলের কাছে 'মর্যাদার লড়াই'। এলাকার মন্ত্রীদের এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রীদের এলাকায় থাকার বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের তাঁদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের এক দফা কথাও হয়ে গিয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো সামাজিক প্রকল্পগুলির কাজের ধারা যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির আর্থিক সুবিধা আরও বাড়ানোর পক্ষপাতী তিনি। সম্ভবত এই কারণে বৈঠকে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সফর বাতিল শা'র

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশা জাগিয়েও বাতিল হল অমিত শা'র রাজ্য সফর। আগামী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। সফরে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। রাজ্যে ৬ আসনে উপনির্বাচনের মুখে শা'র এই সফর ঘিরে সংগঠনকে চাঙ্গা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির। কিন্তু এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শা'র সেই সফর বাতিল করায় হতাশ গেরুয়াশিবির। শা'র সফর বাতিলের কারণ হিসেবে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কাতেই তাঁর কমসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পর এটা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, ঘোষিত এই সাইক্লোনের প্রভাবে ব্যাপক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। অথচ সেইদিনই রাজ্যে অমিত শা'র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কীভাবে সম্ভব? তাছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উপস্থিত থাকলে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখেই শা'র সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

এলএসিতে টহলদারি মতৈক্য ভারত-চিনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ৪ বছর পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সেনা সক্রিয়তা কমানো এবং অবাধ টহলদারি ইস্যুতে একমত হল ভারত ও চিন। সোমবার বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি জানিয়েছেন, সমঝোতা অনুযায়ী এলএসি বরাবর টহল দেবে ভারত এবং চিনের বাহিনী।

তিনি বলেন, 'ভারত-চিনের কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ফোরামে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছেন। দু-পক্ষের আলোচনার ফলস্বরূপ, ভারত-চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহল দেওয়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সেনা প্রত্যাহার এবং মতবিরোধ দূর করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'কয়েকসপ্তাহ ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে টানা আলোচনা চলেছে। এর ফলে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নজরদারি চালানোর ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। এর ভিত্তিতে সেনা প্রত্যাহার এবং ২০২০ থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানে পদক্ষেপ করবে দুই দেশ।'

ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি সপ্তাহেই রাশিয়ার কাজানে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ভারত, চিন দুই দেশই ব্রিকসের সদস্য। কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিত থাকার কথা। সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-শি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে খবর। সেই বৈঠকের আগে সীমান্ত ইস্যুতে ভারত-চিন জট কাটার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সুদিন ফিরবে? ইন্দো-চিন সেনাদের মৈত্রীর ফাইল ছবি।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে ভারত ও চিন। পূর্ব লাদাখে একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় বাহিনীকে টহল দিতে চিনা সেনা বাধা দিচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। জট কাটাতে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে দু-বার বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এছাড়া কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা স্তরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত ৫২টি বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও জট কাটেনি। সীমান্তে চিনা আগ্রাসন নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের প্রচারেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। তবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং টহলদারি নিয়ে জট কাটার ইঙ্গিত কেন্দ্রের বড় সাফল্য বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ইন্টারনেট ছাড়াই মোবাইলে টিভি চালু করছে প্রসার ভারতী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রসার ভারতী মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিতে চলেছে। এই উদ্যোগের পরীক্ষামূলক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক, আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় উচ্চ এবং নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে দিল্লি সহ বিভিন্ন শহরে এই প্রকল্পের পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইআইটি কানপুরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাটি সফল হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোবাইল টাওয়ারে ট্রান্সমিটার এবং মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট চিপ বসানোর প্রয়োজন হবে। টিভি এবং রেডিওর মতো সিগনালের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার পাওয়া যাবে, এর জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হবে না। তবে এই সিগনাল গ্রহণের জন্য স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার থাকতে হবে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার সহ একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে প্রসার ভারতীর মোবাইল অ্যাপ অনেক মানুষ ব্যবহার করছেন কিন্তু এবার লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এক যুগের সূচনা করবে।

সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কুলতলি কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবার সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কুলতলির বিধায়কের সঙ্গেই তারা নবান্নে আসে এবং কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন নাবালিকার পরিবারের তরফে তার মা-বাবা ও মামা আসেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুবিচারের আশ্বাস দেন।

জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় টিউশন থেকে ফেরার পথে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে উত্তাল হয় কুলতলি। আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয় নাবালিকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় তিনমাসের মধ্যে পকসো আদালতে মামলা রুজু করে ফাঁসির দাবি করেন।

বাকিবুরের জামিন

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের জামিনের বিরোধিতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বাকিবুর জামিন পেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চলছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বাকিবুর জামিনে থাকলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। হাইকোর্টে এখন পূজাবকাশ চলছে। পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে বা আদালতের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া চালু হলে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

হার্ডডিস্ক ফরেন্সিকে পাঠাল সিবিআই

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৪টি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। সেই হার্ডডিস্কগুলি চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই হার্ডডিস্কগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলা হতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের হাতে আসা হার্ডডিস্ক, টালা থানার ডিভিডি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার আগে ও পরের অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন ওই ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ থেকে উঠে আসতে পারে। তাই যদি কিছু তথ্য মুছে ফেলা হয় এবং তা যাতে সিবিআই পেতে পারে সেই কারণেই এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন কলের কথোপকথন, রেকর্ডিং মুছে ফেলা হয়। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ফলে সিবিআইয়ের সংশয়, ওই হার্ডডিস্কগুলি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তাই সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করাতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালতের সম্মতিতেই চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ফরেন্সিক টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসার পর ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে আবার জেরা করতে পারে সিবিআই। সিবিআইয়ের আশঙ্কা, ওই হার্ডডিস্কগুলিতে ঘটনার সময়কার জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। তাই তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কাউকে আড়াল করার জন্য তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

জানিয়েছেন জেলা শাসককেও

আবাস থেকে টাকা তুলছে দল : উদয়ন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : নীচুতলার কর্মীরা যেভাবে টাকা, টাকা করছে তাতে তাঁর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আবাস যোজনার ঘরের নামে দলের বিভিন্ন প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সহ নীচুতলার কর্মীরা টাকা তুলছেন বলে বিভিন্ন প্রমাণও তাঁর কাছে রয়েছে। এনিয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছেন। সোমবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে দলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শশী পাঁজা সহ দলের জেলার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতার সামনে এমন মন্তব্য করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিষয়টি দলের জেলা নেতৃত্বকে দেখার কথাও তিনি বলেন। কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মঙ্গলবার দিনহাটা হাসপাতালে চিকিৎসকরা অবশ্যই কাজ করবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে দলের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরা হাসপাতালে এসে চিকিৎসা না পেলে সমস্যা হবে। সেটা যাতে না হয় সেটাই উদয়ন বলতে চেয়েছেন।'

সোমবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে মন্ত্রী শশী পাঁজা ছাড়াও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, সিতাই উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী সংগীতা রায়, জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, হিতেন বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন প্রমুখ ছিলেন। সেখানে লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটে কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় হারের কারণ প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'নির্বাচনে ওখানকার ব্লক সভাপতিকে সেভাবে নির্বাচনে আমরা পাইনি। আর পেলে পরেও তাঁর যে ভূমিকা থাকা উচিত ছিল সেটা হয়নি।' এরপরই আবাস যোজনার টাকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'এখানে মন্ত্রী শশী পাঁজা রয়েছেন। তাঁর সামনে আমার বলতে খারাপ লাগছে যে একেবারে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। যেভাবে নীচুতলার কিছু নেতা টাকা, টাকা করে পার্টিটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যে কোথায় আমরা পৌঁছাচ্ছি সেটা ভাবতে হবে।'

সিকিমের বিপর্যয়েই সমতলে বন্যা : কেন্দ্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : গত বছর পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য সেবার সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই দায়ী। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের (সিডব্লিউসি) প্রকাশিত ১৪৩ পাতার 'রিপোর্ট অন ফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ এই বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে প্রকাশ, গত বছর মেঘ ভেঙে সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে তিস্তায় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু জলস্ফীতি হয়েছিল। তাতে সিকিমের ছ'টি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির (কেন্দ্রীয় রিপোর্টে অবশ্য একে বন্যা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে) সৃষ্টি হয়। গত বছর ৩ এবং ৪ অক্টোবর সিকিমের ওই ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান ও নিখোঁজ হন। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ২৪০।

সিকিমের ঘটনার কারণেই পশ্চিমবঙ্গকে গত বছর প্রচণ্ড ভুগতে হয়েছে বলে বহুবার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, 'গত অক্টোবরে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই তিস্তার প্রবল জলস্ফীতিতে জলপাইগুড়ি জেলায় এই নদীর বিভিন্ন অংশে প্রভাব পড়ে। নদীবক্ষে বালির পুরু স্তর জমে। যা ড্রেজিং করতে রাজ্যে ডিপিআর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য না পেলে ড্রেজিং করা অসম্ভব।' পাশাপাশি, ওই বিপর্যয়ে তিস্তার বাঁধ, স্পারের ক্ষতি ও ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত ক্ষতি মেরামত করতে রাজ্যের কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে কৃষ্ণেন্দু জানান। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র কি তাহলে পশ্চিমবঙ্গকে অর্থসাহায্য করবে? জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের বক্তব্য, 'এমন নয় যে, কেন্দ্র সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। তিস্তার সমস্যা নিয়ে আমি লোকসভায় বহুবার সরব হয়েছি। কিন্তু রাজ্য তো স্থায়ীভাবে কোনও পরিকল্পনাই করে না। সেই পরিকল্পনা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি আমাকেও জানানো হোক। আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। সুষ্ঠুভাবে কোনও কাজ না করে শুধু বঞ্চনার গান গাইলে হবে না।'

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেঘ ভেঙে প্রচুর বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে সেখানকার বিপুল জল তিস্তায় মেশে। চুংথাংয়ে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তিস্তা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সেতুটিই ভেঙে গিয়েছিল। ওই বিপর্যয়ে ৩ হাজার ৮৩টি ঘর পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১ হাজার ৪৩১টি গবাদিপশু মারা যায়। গোটা দেশে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বন্যা হয় বলে ওই রিপোর্টে সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান কুশবিন্দর ভোরা জানিয়েছেন।

বন্যার কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত নগরায়ণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়নকে তিনি দায়ী করেছেন। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'গত বছর সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখানকার পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি সমতলে তিস্তার বুকে বালি, নুড়ির স্তূপ জমেছে। এর জেরে তিস্তার জলধারণ ক্ষমতাও কমেছে।'

গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

একনজরে রিপোর্ট

- গত বছর সিকিমে হ্রদ ফেটে দুর্যোগে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা
- সিডব্লিউসি প্রকাশিত 'রিপোর্ট অনফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ একথা জানানো হয়েছে
- বন্যাজনিত নানা পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকারের প্রচুর খরচ হয়
- এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে টাকা পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

অনশন-ধর্মঘটে

প্রথম পাতার পর

তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। যদিও ঘটনাটি এখন সিবিআইয়ের তদন্তের আওতায় এবং মামলার বিচার চলছে সুপ্রিম কোর্টে। অন্য একটি কর্মসূচি রয়েছে বলে বৈঠক শেষ করার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী বলে যান, 'ইগো নিয়ে থেকে গেলে কিন্তু সলিউশন আসবে না। আলোচনার যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই শেষ আছে।'

এরপর তিনি অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলে একজন তরুণী জুনিয়ার ডাক্তার বলেন, 'ম্যাডাম, আপনার থেকে তো আমাদের আন্দোলন শেখা।' জবাবে মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন অনশন করেছিলাম। সিঙ্গুর নিয়ে ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। সরকার থেকে কেউ আসেনি। আমি তোমাদের অনশনের খোঁজ রেখেছি। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়েছিলাম।'

বৈঠক থেকে বেরিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশন মঞ্চে ফিরে যান। সেখানেই অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। যে দাবিগুলি রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে, সেটা নির্দেশিকা আকারে মঙ্গলবার বিকাল ৩টের মধ্যে প্রকাশের আশ্বাস দেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এর আগে বেশ কয়েকবার বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দাবি মানেনি রাজ্য সরকার। সোমবার কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তাররা না চাইলেও লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল নরমে-গরমে। মুখ্যসচিব আগাগোড়া ছিলেন নরম মুডে। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। কিছু বিষয় আটকে গিয়েছে আইনি জটে। স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি কার্যত শুনতে চাননি মমতা। স্বাস্থ্যসচিবকে 'অভিযুক্ত' তকমা দিতে তিনি রাজি না হলেও জুনিয়ার ডাক্তাররা আবার তাঁর মুখের ওপর বলে দেন, অভিযোগ থাকলে তাঁকে অভিযুক্ত বলাই যায় আইনি ও ব্যাকরণগত দিক থেকে।

এছাড়া আরজি কর মেডিকেলে থ্রেট কালচারের অভিযোগে ৪৭ জন ছাত্রের সাসপেনশনের প্রসঙ্গ তুলে মমতা প্রশ্ন করেন, 'এটা কি থ্রেট কালচার নয়?' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও চাপ দিয়ে দুজনকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বৈঠকে ১০ জনকে যেতে বলা হলেও ১৭ জন জুনিয়ার ডাক্তার গিয়েছিলেন নবান্নে। সবাইকে বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়। খোদ মুখ্যসচিব বেরিয়ে এসে তাঁদের ভিতরে ঢোকার অনুরোধ করেন। ঠিক ৪.৫৭ মিনিটে নবান্নের সভাঘরে পৌঁছোন ওই ১৭ জন।

বৈঠকে আন্দোলনকারীদেরই প্রথমে বলার সুযোগ দেন তিনি। কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার, আসমাকুল্লা নাইয়া প্রমুখ অনেকে শান্ত থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় অনিকেত মাহাতোর। আরজি করে ৪৭ জনের সাসপেনশন নিয়ে মমতা প্রশ্ন তুলতেই অনিকেত উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'ম্যাডাম, যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল।'

মুখ্যমন্ত্রীও গলা চড়িয়ে বলেন, 'প্লিজ, আপনারা সবকিছুর দায়িত্ব নিজেরা নেবেন না। সরকার বলে একটা পদার্থ আছে। আপনি মানুন আর না মানুন। সিস্টেম বলেও একটা জিনিস আছে, সিস্টেমটা বুঝুন।' যদিও স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি কলেজ লেভেল টাস্ক ফোর্স গড়তে রাজ্য সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতেও সরকার সম্মত হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে আন্দোলনকারীদের আইনজীবীর 'হাসপাতালে তুলো ছাড়া নাকি কিছু পাওয়া যায় না' বক্তব্যের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কি ঠিক? দেশের কাছে রাজ্যের মুখ কতটা পুড়েছে? আমরা পরস্পর পরস্পরকে অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ রাখলেও মনের জায়গাটা খোলা রাখতে হয়।'

চাপ নয়, দায়

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও সমস্ত ঘটনা নিয়ে ১০ অগাস্ট থেকে জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি ঘোষণা করে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্দোলনের মাঝেই গত ৪ সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারীরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন। সেখানে স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের তৎকালীন ডিন ডাঃ সন্দীপকেও ডেকে নিয়ে আসা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, এই মেডিকেল কলেজে বাছাই করা কিছু ডাক্তারি পড়ুয়ার বিভিন্ন পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে পড়ুয়া পাশ করার যোগ্য নন, তাঁকে লেটার নম্বর পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে হুমকি সংস্কৃতিও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই সমস্ত কিছুতে কলেজ অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিন প্রত্যেকেই জড়িত।

মেডিকেলের বেশ কয়েকজন সিনিয়ার ডাক্তার সেদিন আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ পার্থসারথি সরকার, ডাঃ অর্পিতা রায়চৌধুরী, ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিক। এই সিনিয়ার ডাক্তারদের পাশে পেয়ে সেদিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত জুনিয়াররা অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ চালিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে রাতে ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত, সহকারী ডিন সুদীপ্ত শীল পদত্যাগ করেন। সন্দীপ অবশ্য সেদিন স্বীকার করেছিলেন, অধ্যক্ষের ইশারাতেই তিনি সব কাজ করতেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রেখে চাপ দিয়ে আধিকারিকদের পদত্যাগ করানো হয়েছে। সেখানে মেয়রকেও ঘেরাও করা হয়েছিল।' আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের সাফাই, 'মেয়রকে কেউ ঘেরাও করেনি। মেয়র হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করতে এসেছিলেন। সেখানেই আন্দোলনকারীদের কিছু কথা শোনার জন্য তিনি অধ্যক্ষের পাশে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ থাকার পর মেয়র চলে যান।'

শাহরিয়ার বলছেন, 'চাপ দিয়ে কাউকে পদত্যাগ করানোর তত্ত্ব ঠিক নয়। বরং এসব বলে মুখ্যমন্ত্রী হুমকি সংস্কৃতিকেই প্রশ্রয় দিলেন।'

৫ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : রাজ্যের ৫টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বামেরা। কোচবিহারের সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে আরএসপি প্রার্থী পদম ওঁরাও, মেদিনীপুরে সিপিআই প্রার্থী মণিকুন্তল খামরুই, বাঁকুড়ার তালডাংরায় সিপিএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তি, নৈহাটিতে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বামফ্রন্ট। কংগ্রেস ছাড়াই এবার উপনির্বাচনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল।

প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর শেষপর্যন্ত প্রার্থীতালিকা দিল বামফ্রন্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্গ রাজনীতিতে প্রথমবার সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করে লড়াই করতে চলেছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফার বিষয়টি ভেস্তে যেতেই বাম শরিকদের বাইরেও লিবারেশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। সূত্রের খবর, আইএসএফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বামেদের আসনরফা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থী দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে আইএসএফ। সিপিএমের তরফেও সদর্থক ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে। সোমবার বামফ্রন্টের প্রকাশ করা প্রার্থীতালিকায় হাড়োয়া আসনটি ছেড়ে বাকি আসনগুলিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ওই আসনটি আইএসএফের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা প্রশস্ত না হতেই পুনরায় আইএসএফের হাত ধরতে চলেছে সিপিএম।

হাইকমান্ড তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত নাম বেছে নিয়ে শীঘ্রই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রতিটি আসনে চতুর্মুখী লড়াই হতে চলেছে।

বিস্ফোরণে আহত ৭

কিশনগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : সোমবার জ্বালানি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একই পরিবারের সাতজন পুড়ে যান। তাঁদের চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি কিশনগঞ্জ শহরের কাছে মিহিনগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মরুয়াটোলি গ্রামের। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু বারবার ফোন করা সত্ত্বেও সদর হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্স অনেক দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। এনিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের স্থানীয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শিলিগুড়ির আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাইক টহল। সোমবার রাতে সূর্যনগরে। - শমিদীপ দত্ত

থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিক্ষোভ

অধ্যক্ষকে ঘেরাও, হাসপাতালে তালা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : হাসপাতালের 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করা নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সোমবার দরবারও করেন তাঁরা। এই আবহেই থ্রেট কালচারের অভিযোগ পালটা অভিযোগ নিয়ে সোমবার সরগরম হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। থ্রেট কালচারের অভিযোগে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার উৎপল দাঁ ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পালটা থ্রেট কালচারের অভিযোগ তুলে হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ।

চাপে পড়ে ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম।

আরজি করের ঘটনার পরেই বিভিন্ন হাসপাতালে থ্রেট কালচারের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের পর তাঁদের হস্টেল ঢুকতে বারণ করা হয়। এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররাই বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীরা। হাসপাতালের অধ্যক্ষ উৎপল দাঁ বলেন, 'ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রশ্নফাঁস, অন্য ছাত্রদের

> এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভয় দেখানো সহ বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই তাঁদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে তাঁরাই মিথ্যা অভিযোগ এনে ঝামেলা পাকাচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকরি ছেড়ে দেব।'

উল্লেখ্য, এদিন ১২ দফা দাবি নিয়ে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা গেটে তালাও ঝুলিয়ে দেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক ও হাসপাতালের সুপার। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর খোলা হয় তালা। পাশাপাশি ওই ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের সময় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।'

তিনি বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত এনবিএমসিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে ডিন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এক চিকিৎসককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা থ্রেট কালচার নয়?'

বিষয়টি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। সংগঠনের সভাপতি ডাক্তার কৌশিক চাকি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের অধ্যক্ষদের ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন এদিন। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের অধ্যক্ষ কোনও অন্যায় করেননি। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন তিনি। এভাবে অভিযুক্তদের পক্ষে যদি সরকার দাঁড়ায় তাহলে সুষ্ঠু প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়।'

আদালতের নির্দেশে রূপান্তরকামী শিক্ষিকা পুনর্বহাল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আপিল কমিটির রায়ে শিক্ষকতায় পুনর্বহাল হলেন রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল।

সরকার-বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় তাঁকে অবৈধভাবে বরখাস্ত করার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালতের নির্দেশে পর্ষদ আপিল কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ১ অক্টোবর ওই শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে জানায়, আগামী ২ মাসের মধ্যে তাঁকে বহাল করতে হবে। ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই থেকে তাঁর প্রাপ্য বেতন মেটাতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে।

রূপান্তরকামী ওই শিক্ষিকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার গনিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তাঁর অভিযোগ, মহার্ঘভাতা, নিয়োগ দুর্নীতি সহ সরকার-বিরোধী একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ২০২৩ সালের জুলাইতে প্রথমে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ডিসেম্বর মাসে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। তারপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আপিল কমিটি গঠন করার ও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আপিল কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে শিক্ষিকাকে চাকরিতে যোগদান করানোর নির্দেশ দেয় ও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে বলা হয়।

রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'পুজোর ছুটির পর শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। আমি শনিবার ও সোমবার দু'দিনই আপিল কমিটির নির্দেশ নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমায় যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শীর্ষ মহলের নির্দেশ না পেলে তাঁরা যোগদান করাতে পারবেন না।'

পদ ছাড়ার ইঙ্গিত অনুব্রতর

রামপুরহাট, ২১ অক্টোবর : চতুর্থবার মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী করে তবেই বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ ছাড়বেন অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

কেবল তিনি নন, মমতা ফের মুখ্যমন্ত্রী হলে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়েই পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।এদিন সিউড়ির দুটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সিউড়ি-২ ব্লকে আয়োজিত সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন নুরুল ইসলাম। সেখানেই এই কথা বলেন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলছিলেন নুরুল নাকি বলেছে ব্লক সভাপতির পদ ছেড়ে দেবে। আমি নুরুলকে অনুরোধ করব, আর একবার দিদিকে মুখ্যমন্ত্রী করে দাও। তারপর পদ ছাড়লে এক সঙ্গে ছাড়ব। দুই দাদা-ভাইয়ে ছাড়ব।'

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচি কেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সওকত। বলেছেন, টাকমাথা পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। তাই তিনি তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে আরও ঘটা করে এই টাকের প্রতিযোগিতা আয়োজন করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জানি না, এটা তৃণমূলের দলীয় অনুমোদিত কর্মসূচি কি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত কোনও তৃণমূল নেতাকে এ নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি। কেউ আপত্তি করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবে টাকের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও যোগ আছে বলে কস্মিনকালেও কানে আসেনি। তবে যে যাই বলুন, সকাল থেকে সন্ধে টাকের সঙ্গে যে আমাদের আত্মিক যোগ তা কে অস্বীকার করতে পারবে? বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত যে টাক ছাড়া গতি নেই। জীবন চালাতে যে নোট দরকার তাতেও তো টাকের মাহাত্ম্য। দেশের সবথেকে খ্যাতনামা টাকের মালিকের ছবি যে সেখানে জ্বলজ্বল করছে। গান্ধিকে তো টাক দিয়েই চেনা যায়। হয়তো সেখান থেকেই টাক আর টাকার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা বাজারে এসেছে।

বাংলার রাজনীতিতে অবশ্য টাকওয়ালা নেতা তেমন দেখা যায়নি। তাঁরা হাতেগোনা, দুর্লভ। তবে বাকি দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁরা অনেকে। চার্চিল থেকে লেনিন, মুসোলিনি থেকে গর্বাচভ, খ্রুস্চেভ, পুতিন আরও কত বড় বড় নেতা মাথাজোড়া টাক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। হিন্দি সিনেমায় অনুপম খের কিংবা দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত তাঁদের টাক নিয়ে মোটেই বিব্রত নন। বাংলায় এখন তেমন কোনও হেভিওয়েট টাক না থাকলেও অতি সম্প্রতি এক তরুণ তুর্কি দল বদলে মাথা কামিয়ে ফেলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন, তৃণমূল নবান্ন থেকে না হটলে তিনি আর কেশবান হবেন না। তাই আপাতত তিনি চকচকে টাক নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও কতদিন যে খালি চাঁদি নিয়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে।

সমীক্ষা বলছে, মাঝারি থেকে ব্যাপক চুল পড়া পুরুষদের অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি পুরুষদের ১৬ শতাংশ, তার থেকে বেড়ে ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সি পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ। তাই টাক ব্যাপারটা যে বয়স্কদের, তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। কে না জানে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বাড়ে। এবং জ্ঞানী লোকদের টাক বাড়ে। তবে চুল ছাড়া মানুষের আত্মবিশ্বাস যে বেশ খানিকটা কমে যায়, কে না জানে। টাকে চুল গজানোর কতশত ওষুধের ফলাও কারবার এমনিতে হয় না। বিধায়ক সওকত জানিয়েছেন, টাক ঈশ্বরের দান। এনিয়ে হীনমন্যতা বা মন খারাপের কোনও দরকার নেই। যাঁদের মাথায় চুল নেই তাঁদের সংবর্ধনা দেবেন তিনি। আপাতত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ভবিষ্যতে গোটা বিধানসভা এলাকাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। বিধায়কের এই টাকপ্রীতিতে আপ্লুত টেকোরা। তাঁদের কথায়, অনেক রকম তেল, ওষুধ মেখেও কোনও কাজ হয়নি। ৪০ বছরেই সব চুল উঠে গিয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে বিধায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। এরপর টাকের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিয়ে কেউ গবেষণা করে কেশশ্রী পুরস্কার পেতেই পারেন। চেষ্টা করবেন নাকি?

বাজরা চাষে নজির শেরিংয়ের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ভারতের প্রস্তাব মেনে ২০২৩ সালকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস' হিসেবে ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রসংঘ। মিলেট অর্থাৎ বাজরার গুণাগুণ এবং এই শস্য চাষের প্রয়োজনীয়তা বারবার শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গলায়।

তাঁরই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির বাজরা চাষ করছেন উত্তর সিকিমের জংগু-র বাসিন্দা শেরিং গ্যাতসো লেপচা। পাহাড়ি রাজ্যে অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত বাজরা নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যান 'সিকিমের মিলেটম্যান'। একাধিক ট্যুরিজম ফেস্টিভালে শস্যটির গুণাবলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন তিনি।

ফক্সটেল, ফিঙ্গার, স্মল, হোয়াইট সহ আট রকমের বাজরা চাষ করেন নিজে। পাশাপাশি স্থানীয়দের অনেককে হাতেকলমে চাষের পদ্ধতি শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তুলেছেন তিনি। শেরিংয়ের কথায়, 'প্রায় কুড়ি বছর ধরে চাষবাসের সঙ্গে জড়িত আমি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাজরার গুণাগুণের প্রচার চালাচ্ছেন। সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের এখন বাজরার তৈরি খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। এখানকার বাজরার প্রচারের জন্য সরকারি তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

শেরিং বিভিন্ন প্রকারের বাজরার বীজ সংরক্ষণ করে সিকিমের মাটিতে জৈব পদ্ধতি চাষ করছেন। সেখানকার বাজরা কতটা পুষ্টিকর, সেই তথ্য পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী তিনি। আরও বেশি সংখ্যক স্থানীয়রা যাতে এই চাষে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন, সেই চেষ্টাও চালাচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু বলেছেন, 'শুধুমাত্র সিকিমের বাজরার প্রচার নয়, স্থানীয়দের আয়ের নয়া দিশাও দেখিয়েছেন শেরিং লেপচা। তাঁকে দেখে অনেকে এই শস্য চাষ করছেন।'

জৈব পদ্ধতিতে বাজরা চাষের জন্য সিকিমের হোলিস্টিক হেলথ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের তরফে সম্মানিত করা হয়েছে শেরিংকে। 'সিকিমের মিলেটম্যান' জানালেন, প্যানকেক থেকে পিৎজার পাশাপাশি লেপচাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারও এই শস্য দিয়ে তৈরি করা হয়। হোমস্টেতে সেসব পরিবেশন করা হচ্ছে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের। তাঁরা ওই খাবার খেতে পছন্দ করছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত শস্যটি যাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই চেষ্টা চালাচ্ছি।'

মিলেটম্যান শেরিং গ্যাতসো লেপচা।

অনুষ্কার সঙ্গে কীর্তন দেখে হেলিকপ্টারে পুনেতে কোহলি

কালো মাটির পিচে কিউয়িদের চ্যালেঞ্জের পরিকল্পনা

পুনে, ২১ অক্টোবর : ৪৬ রানে ঘরের মাঠে অল আউটের লজ্জা। ৩৬ বছর পর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের যন্ত্রণা।

জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই আজ দুপুরের দিকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। একই বিমানে নিউজিল্যান্ডও হাজির হয়েছে ছত্রপতি শিবাজির শহরে। মারাঠা সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর অক্সিজেন দেবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু পুনের এমসিএ স্টেডিয়াম থেকেই জোরদার ধাক্কার পর নয়া

পুনেতে কালো মাটির মন্থর গতির পিচের চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

দৌড় শুরু করতে মরিয়া রোহিত শর্মার ভারত।

একই চার্টার্ড বিমানে দুই দলই বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছালেও তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন বিরাট কোহলি। বরং আজ সকালের দিকে তাঁকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে কোহলি চলে যান মুম্বই। সেখান স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট। সেই কীর্তন সেরে মুম্বই থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে বিকেলে পুনে পৌঁছেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কীর্তনের আসর বিরাটের মানসিক যন্ত্রণা কতটা কাটাতে পেরেছে, সময় বলবে।

কিন্তু তার আগে মঙ্গলবার বেলার দিকে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সৌজন্যে পুনের কালো মাটির মন্থর চরিত্রের পিচ। বছর কয়েক আগে এই পুনের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আনকোরা অজি স্পিনার স্টিভ ও'কিফ একাই শেষ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। কালো মাটির মন্থর গতির ঘূর্ণির ঘেরাটোপ বানাতে গিয়ে ফের সেভাবেই পা হড়কে যাবে না তো টিম ইন্ডিয়ার? প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে। যদিও রোহিত শর্মার ভারত অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই এমন মন্থর গতির ঘূর্ণি পিচ তৈরি হয়েছে রাচিন রবীন্দ্রদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। সন্ধ্যার দিকে পুনে থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চিন্নাস্বামীর মতো বাউন্স একেবারেই থাকছে না পুনেতে। তুলনায় দিনের শুরু থেকেই বল নীচু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবদের পাশে চতুর্থ স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নিয়েও চলছে আলোচনা। তেমনটা হলে মহম্মদ সিরাজকে হয়তো বসতে হতে পারে।

পুনের পিচের চরিত্র জেনে যাওয়ার পর কিউয়িরাও বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা শুরু করেছে। তাছাড়া সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক টম লাথাম তাঁর সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাঘাতের অতীত ইতিহাস নিয়েও। সবমিলিয়ে কালো মাটির মন্থর ঘূর্ণি পিচে স্পিন এক্স ফ্যাক্টার হতে চলেছে দুই দলের জন্যই।

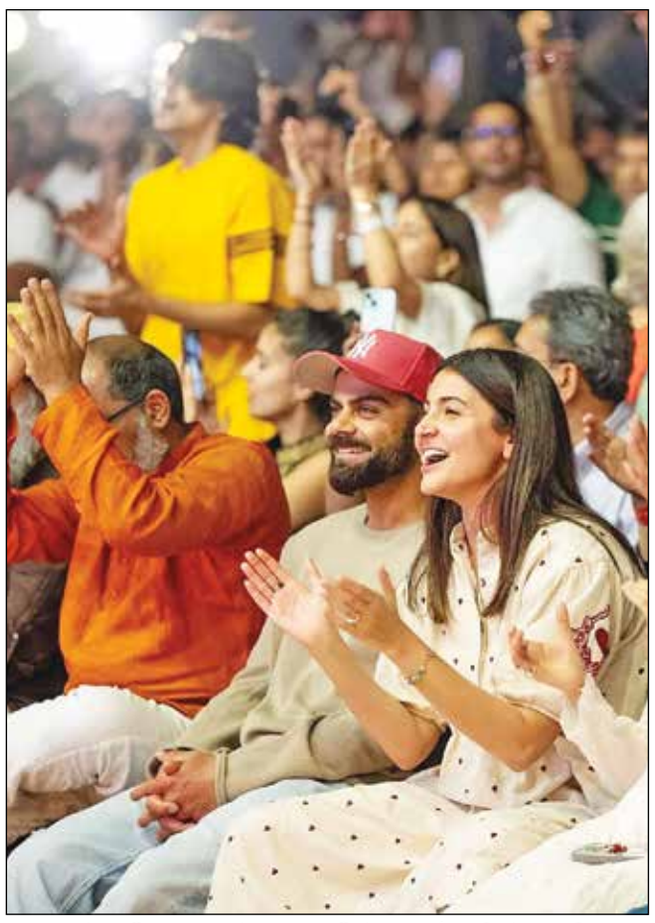

মুম্বইয়ে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বিরাট-বন্দনায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন, ২১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিত হার।

৪৬-এর ভরাডুবিতে লজ্জার ইতিহাস বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। জুতসই প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে ভারত ২৪ অক্টোবর পুনেতে নামবে দ্বিতীয় টেস্টে। বেঙ্গালুরু থেকেই সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। সামাজিক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছে।

এর মাঝেই প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ঢালাও প্রশংসা প্রাপ্তি। বিরাট কোহলিকে 'অসাধারণ নেতা' আখ্যা দিয়েছেন ক্যামেরন। এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের প্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলির কথা তুলে ধরেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। স্মৃতিচারণ করবেন ছোটবেলায় বিষেণ সিং বেদির স্পিন-মুগ্ধতা নিয়েও।

ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।'

দ্রাবিড় থেকে সোজা বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝরে পড়ল। বলেন, 'বিরাট কোহলিকে নিয়ে একটা কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে, তুমি একজন অসাধারণ নেতা। আমাদের বেন স্টোকস যেমন, তেমনই মাঠে যথার্থ অর্থেই তুমি দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং সবার অনুপ্রেরণা।'

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। রনজি সিংজি, দলীপ সিংজি থেকে মন্টি পানেসর - তালিকা রীতিমতো লম্বা। ডেভিড ক্যামেরন সেই কথাও তুলে ধরেন।

> আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।
>
> **ডেভিড ক্যামেরন**

জানান, ক্রিকেটভক্ত হিসেবে অনেক কিংবদন্তি ব্রিটিশ-ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আগামীদিনেও আসবে, যাঁরা সাফল্যের কান্ডারি হবে।

খেলায় আজ

১৯৮৩ : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় ম্যালকম মার্শালের আগুনে ওপেনিং স্পেলে (৮-৫-৯-৪) ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৪/৫ হয়ে যায়। টেস্টটি ভারত এক ইনিংস ও ৮৩ রানে হেরেছিল। দুই ইনিংস মিলিয়ে মার্শাল ৬৬ রানে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

বাস্কেটবলের সুজির ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়

নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সুজি বেটস। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে এই কিউয়ি মহিলা ব্যাটার ৩২ রান করেন। পরে তিনটি ক্যাচও ধরেছেন। সুজি ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে নিউজিল্যান্ড বাস্কেটবল দলের হয়ে নেমেছিলেন। সেবার তাঁরা গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছিলেন।

ভাইরাল

পাক অধিনায়ককে সমবেদনা শ্রেয়াঙ্কার

টি২০ বিশ্বকাপের মাঝে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরও তিনি বিশ্বকাপ খেলতে দুবাইয়ে ফিরে এসেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে ভরসা জুগিয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের হাতে আঁকা সুন্দর একটি কার্ড। যেখানে লেখা ছিল, ডু হোয়াট ইউ লাভ। ইনস্টাগ্রামে ফাতিমা পোস্ট করে শ্রেয়াঙ্কার পাঠানো কার্ডের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত প্রথম জয়টি কাদের বিরুদ্ধে পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হ্যারি কেন, ২. মনসুর আলি খান পতৌদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুখেন স্বর্ণকার, সুজন মহন্ত, প্রবালকান্তি দে, নীরাধিপ চক্রবর্তী, নির্মল সরকার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মুখিয়ে সামি

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : গোড়ালির সমস্যা আর নেই। হাঁটুর যন্ত্রণাও কমে গিয়েছে। আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো রয়েছেন মহম্মদ সামি। এতটাই ভালো যে, বাইরের দুনিয়া যাই ভাবুক না কেন, সামি নিজে মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

গতকালই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মাদের ম্যাচ হারের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চিন্নাস্বামীর নেটে বল হাতে নেমে পড়েছিলেন সামি। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারদের কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। অতীতের মতো পুরো রানআপে বোলিং করেছিলেন সামি। তাঁর বোলিংয়ের সামনে ব্যাট করতে নেমে শুভমান গিলকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বারবার। এহেন সামি আজ নিজেই জানিয়েছেন, তিনি এখন ফিট। মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। গতকাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুরো রানআপে বোলিং করাটা দারুণ উপভোগ করেছেন। তাঁর গোড়ালি ও হাঁটুতে লম্বা সময় বোলিংয়ের পরও কোনও অস্বস্তি হয়নি। বেঙ্গালুরুতে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সামি তাঁর আগামীর ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'গতকাল চিন্নাস্বামী টেস্টের শেষে মাঠের মূল পিচে পুরো রানআপে বোলিং করেছি আমি। পুরো রানআপে বোলিংয়ের পর আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি। বল হাতে নিজের একশো শতাংশ উজাড় করে দিয়েছি। দীর্ঘসময় বোলিংয়ের পরও কোনও সমস্যা হয়নি আমার।'

গোড়ালি ও হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন মহম্মদ সামি।

সামি সরাসরি না বললেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্যর ডনের দেশে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জের জন্য তিনি তৈরি। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজে টিম ইন্ডিয়াও সামিকে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবলভাবে। কিন্তু এক বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেই কি সামি মাঠে নেমে পড়বেন? ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার জন্য সমস্যা হবে না তো? সামি নিজে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশে বাংলার হয়ে রনজি খেলতে রাজি ছিলেন। এখনও সেই ভাবনা রয়েছে তাঁর। কিন্তু আদৌ কি সেটা সম্ভব হবে? সামি বলছেন, 'বাংলার হয়ে রনজি খেলার পরিকল্পনা আগেই ছিল। এখনও সেই পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়। আমি দ্রুত মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী।' আগামীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সামির আরও ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যা হল, 'আমার গোড়ালি ও হাঁটুতে এখন কোনও সমস্যা নেই। শরীরের কোথাও কোনও যন্ত্রণাও নেই। বলতে পারেন, মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। কিন্তু সেটা কবে সম্ভব, এখনও জানা নেই।'

কেরলের বিরুদ্ধে সামিকে চাইছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেল। আজ খেলার চতুর্থ তথা শেষ দিনে এক বলও খেলা হয়নি। অথচ, গত কয়েকদিনের মতো আজও সকাল থেকে ঝলমলে রোদ ছিল কল্যাণীর আকাশে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বার দুয়েক মাঠ পর্যবেক্ষণ করে আম্পায়াররা ভিজে থাকা আউটফিল্ডের সুবাদে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। আম্পায়ারদের এমন সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ক্রিকেট সংসারে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভের মূল কারণ সিএবি-র শীর্ষ কর্তাদের অপদার্থতা। কল্যাণীতেই রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মূল অ্যাকাডেমি ও মাঠ। বছরে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় এই অ্যাকাডেমি ও মাঠের পরিচর্যার পিছনে। বিপুল অর্থ খরচ হলেও মাঠের বেহাল দশা নতুনভাবে সামনে এসেছে। যা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে অস্বস্তির পাশে চলছে পরস্পরকে দোষারোপের পালাও। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার আজ বিকেলের দিকে একরাশ হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'বিরল ঘটনা। বহু বছর বাংলার হয়ে খেলছি। কিন্তু একদিন বৃষ্টির কারণে চারদিনই ভেস্তে যাওয়ার মতো ঘটনা অতীতে দেখিনি।' কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও হতাশ। সন্ধ্যার দিকে তিনি বলছিলেন, 'বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়ার যন্ত্রণা আমাদের রনজি ট্রফি অভিযানে কতটা প্রভাব ফেলবে, জানি না। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হল, যার সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছেও নেই।' যাঁরা ব্যাখ্যা দিতে

ভেস্তে গেল পুরো ম্যাচই, প্রাপ্তি এক পয়েন্ট

পারতেন, সেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দেশের বাইরে। আর সচিব নরেশ ওঝার থেকে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়।

শনিবার থেকেই কল্যাণীর মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে রনজির তিন নম্বর ম্যাচ বাংলা দলের। সেই ম্যাচে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের পাচ্ছে না বাংলা দল। পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সামিকে কেরল ম্যাচে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন অনুষ্টুপরা। রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সামিকে কেরল ম্যাচে পাওয়ার বিষয়টি। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের। হয়তো তারপরই স্পষ্ট হবে সামির বিষয়টি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামির সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু ওকে দলে পেতে হলে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিট শংসাপত্রও লাগবে। দেখা যাক কাল এসব নিয়ে কোনও সুখবর পাওয়া যায় কি না।' শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সময় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। আর বৃষ্টি হলেই কল্যাণীর মাঠের অবস্থা কী হচ্ছে, সেটা এখন সবারই জানা।

নিট ফল, রনজি অভিযানের শুরুতেই নকআউটের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে।

অনুশীলনে চলেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রা।

কার্লসেন কলকাতায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতায় আসছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেন। ১৩ নভেম্বর থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে শেষবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন এই দাবাড়ু। এই প্রতিযোগিতায় অর্জুন এরাগাইসি, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, বিদিত গুজরাটিরা অংশ নেবেন। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ থাকায় আসছেন না ডোম্মারাজু গুকেশ।

তাইজুলের পাঁচে বেঁচে বাংলাদেশ

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : ঘরের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে গেল বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র ১০৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। যদিও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৪০/৬ স্কোরে আটকে রেখে বাংলাদেশ কিছুটা আশা বাঁচিয়ে রাখল। এবং তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বাংলাদেশি স্পিনার তাইজুল ইসলামের। তিনি একাই প্রোটিয়াদের ৫ উইকেট তোলেন।

দিনের শুরুটা অবশ্য ছিল আফ্রিকান বোলারদের। সকালে পিচ থেকে পাওয়া বাড়তি সুইং কাজে লাগিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন দুই আফ্রিকান পেসার উইয়ান মুলডার (২২/৩) ও কাগিসো রাবাদা (২৬/৩)। মুলডার-রাবাদাদের দাপটে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। রাবাদা এদিন ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন। টেস্টে ৩০০ উইকেট শিকারিদের মধ্যে বলের নিরিখে তিনি দ্রুততম। ১১৮১৭ বলে মাইলস্টোন ছুঁয়ে রাবাদা পেছনে ফেলে দেন পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনিসকে (১২৬০২ বল)। পেসারদের তৈরি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাকি কাজ সারেন স্পিনার কেশব মহারাজ (৩৪/৩)। নবম উইকেটে তাইজুল ইসলাম (১৬) ও নইম হাসানের

টেস্টে সবচেয়ে কম বলে ৩০০ উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাদা।

(৮) মধ্যে ২৬ রানের জুটি প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ। ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় সর্বাধিক ৩০ রান করেন।

অন্যদিকে, প্রথম ওভারেই প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৬) ফেরান বাংলাদেশের একমাত্র পেসার হাসান মাহমুদ (৩১/১)। তারপর দিনের বাকি পাঁচটি উইকেট তোলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল (৪৯/৫)। তিনি দ্বিতীয় বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন।

বাংলার ১৯ গোল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে জম্মু ও কাশ্মীরকে গোলের বন্যায় ভাসাল বাংলা। ১৯-০ গোলে জয় ছিনিয়ে আনলেন সুজাতা করের দল। বাংলার হয়ে একাই দশ গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। এছাড়াও মৌসুমি মুর্মু ও সোনালি সোরেন হ্যাটট্রিক করেন। প্রিয়া দাস করেন দুইটি গোল। একটি গোল এসেছে সুজাতা মাহাতোর কাছ থেকে।

প্রয়াত টমাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রয়াত হয়েছে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স সামলেছেন তিনি। টমাসের মৃত্যুতে ক্লাবের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সরফরাজের পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকারের যুক্তি

'ছিপছিপে চাইলে ফ্যাশন শোয়ে যান'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : অতীতে বারবার বলেছেন।

সরফরাজ খানের চেহারা নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। বলেছিলেন, রোগা পাতলা, ছিপছিপে চেহারার কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কোনও মডেলকে বেছে নিয়ে ব্যাট-বল দিয়ে মাঠে নামিয়ে দাও।

বেঙ্গালুরু টেস্টে সরফরাজের ১৫০ রানের লড়াকু ইনিংসের পর গাভাসকারের সেই কথা ফের সামনে চলে আসছে। ভাসছে গাভাসকারের কথাগুলি। সানির যুক্তি, চেহারা দিয়ে ক্রিকেট হয় না। ক্রিকেট হয় ব্যাটিং টেকনিক, টেম্পারামেন্ট দিয়ে, যা সাফল্যের মূল কথা। বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত যা।

সানির যুক্তি ছিল, 'ছিপছিপে, কেতাদুরস্ত কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যাওয়া উচিত নির্বাচকদের এবং সেখানে গিয়ে খুঁজে নিক কোনও মডেলকে। তাকেই ব্যাট-বল দিয়ে নামিয়ে দিক। কিন্তু এভাবে ক্রিকেট হয় না। খেলোয়াড়দের চেহারা বিভিন্নরকম হতেই পারে। মূল কথা রান করা, উইকেট নেওয়া। আর মাঠে না থেকে কারও পক্ষে শতরান করা সম্ভব নয়। ফিটনেস থাকলে পরেই একমাত্র যা সম্ভব। তাই শরীরের আকার দিয়ে মাপতে যাওয়া অযৌক্তিক।'

গাভাসকারের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনা-সরফরাজের লম্বা ইনিংসের নেপথ্যেও ফিটনেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোটা চেহারার জন্য ফিটনেস নেই বলা অনুচিত। ফিট বলেই রান পাচ্ছে সরফরাজ। বারবার তা করেও দেখাচ্ছে। ক্রিকেট সাফল্য পেতে ক্রিকেট-ফিটনেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ো ইয়ো টেস্ট কখনোই একজন ক্রিকেটারের মাপকাঠি হতে পারে না। রান করলে, উইকেট পেলে, বাকি সব গুরুত্বহীন।

এদিকে, রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। শেষ দিনে মহম্মদ সিরাজকে দিয়ে নতুন বলে লম্বা স্পেল করানো ভুল বলে মনে করেন প্রাক্তন তারকা। যুক্তি, পরিস্থিতি, পরিবেশ সিরাজের বোলিংয়ের অনুকূল ছিল না। তারপরও সিরাজকে টানা বল করিয়ে গিয়েছেন রোহিত।

মঞ্জরেকার বলেন, বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কিউয়ি ব্যাটাররা অস্বস্তিতে ছিল। দরকার ছিল উলটো দিকে এমন কাউকে যে চাপ বাড়াতে পারবে। নতুন বলে যে কাজটা রবিচন্দ্রন অশ্বীন করেছে অতীতে। অথচ, সিরাজকে দিয়ে টানা বল করিয়ে চাপ আলগা করে দেওয়া হয়। নিশ্চিতভাবে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত নিজের সেরাটা দিতে পারেনি।

পাকিস্তান বোর্ডের দিল্লি প্রস্তাবে বরফ গলছে না

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লি থেকে লাহোর।

ম্যাচ খেলে সেদিনই দিল্লিতে ফিরবে ভারতীয় দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রস্তাবে অবশ্য সায় নেই ভারতের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রের দাবি, ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ কোনও দেশেই করতে হবে। হাইব্রিড মডেল হলেই একমাত্র ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে। নচেৎ নয়।

পাকিস্তান মরিয়া পুরো টুর্নামেন্ট ধরে রাখতে। কিন্তু ভারতের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেল হলে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ ম্যাচই হাতছাড়া হবে। মুখ পুড়বে পাক বোর্ডেরও। আর এই ভাবনা থেকেই 'দিল্লি টু লাহোর, লাহোর টু দিল্লি'-র ভাবনা। অর্থাৎ, পাকিস্তানে খেললেও সেখানে থাকবে না ভারতীয় দল। লাহোরে খেলেই দিল্লি অথবা সীমান্তবর্তী শহর

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত অনড়ই

চণ্ডীগড়ে ফিরে আসবে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, এমন কোনও প্রস্তাব পিসিবির তরফে তাদের দেওয়া হয়নি। আর ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ওপর। অর্থাৎ, বল সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে ঠেলে পাকিস্তানে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকা।

পিসিবিও অবশ্য মেনে নিচ্ছেন, 'দিল্লি টু লাহোর' প্রস্তাবে লাভের লাভ কিছু হবে না। এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আমাদের মূল অগ্রাধিকার গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে করা। তবে মানসিকভাবে আমরা অন্য বিকল্প নিয়েও প্রস্তুত। শুনছি পাকিস্তানে খেলার অনুমতি ভারত সরকার দেবে না। ভারতীয় দলের ম্যাচ সেক্ষেত্রে হয়তো আমিরশাহিতেই হবে। তবে ফাইনাল নিয়ে কোনও ওজর-আপত্তি মানা হবে না। লাহোরে ফাইনাল হওয়ার কথা। ভারত যদি ফাইনালেও ওঠে তাহলেও তা লাহোরে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে আইসিসি-কে।'

শুভেচ্ছা

কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)।

স্থানীয়দের নিতে আরসিবি-কে চাপ সরকারের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : তারকাখচিত দল।

মেগা লিগের অন্যতম আকর্ষণীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও খেতাবের স্বাদ থেকে এখনও বঞ্চিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সামনে মেগা নিলাম। নতুন করে দল সাজিয়ে অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য ঝাঁপানো। তার আগে কর্ণাটক সরকারের চাপের মুখে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

কর্ণাটক সরকারের দাবি, স্থানীয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দিক আরসিবি। অতীতে সেভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়রা গুরুত্ব পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। রাজ্য সরকার সেই ভাবনা বদলাতে চাপ বাড়াচ্ছে বলে খবর। নিশ্চিতভাবে নিলামের আগে যা ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

‘দ্য হান্ড্রেডে’ দরপত্র দিল কেকেআর

সরকার যেভাবে চাপ তৈরি করছে তার প্রতিফলন মেগা নিলামে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কর্ণাটক সরকারের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক স্থানীয় তারকার জন্য ঝাঁপাতে পারে আরসিবি, মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

কর্ণাটকের বর্তমান তারকাদের মধ্যে লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, প্রসিধ কৃষ্ণা, মণীশ পান্ডেরা পরিচিত মুখ। ঘরোয়া ক্রিকেট তথা কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে বেশ কিছু নতুন মুখ রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই-একজন বাদ দিলে, সেভাবে কেউ গুরুত্ব আরসিবির কাছে। অসন্তুষ্ট কর্ণাটক সরকারের অবস্থানের ছবি কতটা বদলায়, যা নিয়ে জোর জল্পনা।

এদিকে, ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ লিগে দল কেনার দৌড়ে আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি। ১৮ অক্টোবর দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি দরপত্র দিয়েছে। বাকি দলগুলি হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লখনউ সুপার জায়ান্টস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস ও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম দল ইউপি ওয়ারিয়জ।

খেলোয়াড়রা ভালো নেই, বলছেন অস্কার

গুরুত্ব দিচ্ছেন এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : নতুন কোচের স্পর্শেও ভাগ্য ফেরেনি ইস্টবেঙ্গলের। অবশ্য নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ডার্বির আগে দলকে অনুশীলন করানোর সুযোগ পাননি। তিনি সরাসরি ডার্বিতে ডাগআউটে বসেছিলেন। ডার্বির রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার ওড়িশা এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে লাল-হলুদ। আগামী ১১ দিনে চারটি ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে তিনটি এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ। এএফসি-কে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, ‘আগামী ১১ দিনে আমাদের ৪টি ম্যাচ খেলতে হবে। ওড়িশা ম্যাচের পরেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা রয়েছে। মোহনবাগান এএফসি-তে না থাকায় আমরাই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। সেখানে দেশের মান রাখাটাই আমাদের লক্ষ্য।’

আইএসএলে আজ

ওড়িশা এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম, ভুবনেশ্বর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

ওড়িশা ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চান অস্কার। তবে কাজটা যে কঠিন তা ভালো করেই জানেন স্প্যানিশ কোচ। হাতে সময়ও খুব কম পেয়েছেন তিনি। মাত্র দুইদিনের অনুশীলনে মঙ্গলবার ওড়িশার বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেছেন, ‘আমি মাত্র দুইদিন অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছি। হাতে সময় খুব কম। সবাইকে বুঝিয়েছি, দল এখন তাদের কাছে কী চায়। আমাদের রক্ষণভাগকে আরও সংগঠিত হয়ে গোল খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি গোলের সুযোগগুলিও কাজে লাগাতে হবে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘টানা সাতটি ম্যাচ হারার পর খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে ভালো নেই। তবে ওদের এই সমস্যা দূর করতে হবে।’

গত বছর বসুন্ধরা কিংসের কোচ হিসেবে এএফসি কাপে ওড়িশার মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্কার। সেই অভিজ্ঞতাই মঙ্গলবার কাজে লাগাতে চান তিনি। সের্জিও লোবেরার দলকে সমীহ করলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অস্কার। তিনি বলেছেন, ‘গতবছর ওদের বিরুদ্ধে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা খুব ভালো দল। বিদেশিরাও খুব ভালো। উইং দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণে ওঠে। তবে এই ম্যাচে হয়তো আমরা জেতার মতো খেলতে পারব।’

ওড়িশার বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শেষবেলার প্রস্তুতি সারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। শুরুতে ‘ফান গেমস’ খেলিয়ে দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করাই লক্ষ্য ছিল অস্কারের। এদিন অনুশীলনেও প্রচণ্ড সিরিয়াস মেজাজে ছিলেন ফুটবলাররা। এমনকি প্রস্তুতি চলাকালীন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা একবার সাউল ক্রেসপোকে ট্যাকেল করলে পালটা সাউল গিয়ে ডেভিডকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাদের শরীরীভাষাতেই বোঝা যাচ্ছিল, ওড়িশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তাঁরা। মঙ্গলবার দলে একাধিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। হেক্টর ইউস্তে ও ক্লেইটন সিলভাকে বসিয়ে হিজাজি মাহের এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন। সেই সঙ্গে সৌভিক চক্রবর্তী ও ডেভিডকে বসানো হতে পারে। তাঁদের বদলে জিকসন সিং ও পিভি বিষ্ণুর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওড়িশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

রেফারির বিরুদ্ধে চিঠি দিয়ে অভিযোগ

ফুটবলার বদলের পথে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : লিগ টেবিলে এখন ১১ নম্বরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একমাত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাকি ম্যাচ যথেষ্ট ভালো খেললেও জয় অধরাই থাকছে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের। রবিবার নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ডিফেন্সের দোষে খালি হাতে ফিরেছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। এর সঙ্গে মহমেডান ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে সমর্থকদের আচরণ।

যদিও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পেনাল্টি না দেওয়া ও দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর যেভাবে মাঠে বোতল পড়তে থাকে ও বাজি ফাটার জন্য কিছুক্ষণ ম্যাচ বন্ধ থাকে তাতে মহমেডানকে শাস্তি দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে জরিমানা, দর্শকবিহীন ম্যাচ থেকে হোম ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদিও এই ঘটনার পর এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে চিঠি দিয়ে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে মহমেডান। এদিন ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, ‘যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা পদক্ষেপ হিসাবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। ঘটনার পরই ওদের কাছে জানতে চাই, কীভাবে সমর্থকরা বোতল, বাজি-পটকা নিয়ে মাঠে ঢুকল? আগামীতে যাতে এভাবে সমর্থকরা বোতল নিয়ে মাঠে ঢুকতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হবে পুলিশকে। তবে একইসঙ্গে রেফারিংয়ের ভুলত্রুটির দায়ও কিন্তু ফেডারেশন বা এফএসডিএলের। আমরা রেফারিং নিয়ে ইতিমধ্যেই ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।’

দুই সাইডব্যাকের পারফরমেন্সে অখুশি ম্যানেজমেন্ট। এদিনই কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা। মোটামুটিভাবে সামাদ আলি মল্লিক ও ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবর্তের খোঁজ চলছে। একইসঙ্গে একজন ভালো বিদেশি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও নিতে চায় মহমেডান। তবে এরইমধ্যে দল যা খেলেছে তাতে খুব একটা অখুশি নন কোচ নিজে। চেরনিশভের বক্তব্য, ‘আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে শুরুটা কিন্তু খারাপ করিনি। গত দশ বছর ধরে ওরা এই লিগ খেলছে। দলে প্রচুর ভালো ভালো ফুটবলার আছে। কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।’ ম্যাচের ৭০ মিনিটে বক্সের মধ্যে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে হরমিপাম রুইভা অবৈধ ট্যাকল করলেও রেফারি আবেদনে কান না দিয়ে খেলা চালিয়ে যান।

হারের যন্ত্রণা ভুলতে সুইমিং পুলে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। সোমবার।

চারে ফেরার রহস্য ভেদ স্মিথের

সিডনি, ২১ অক্টোবর : ওপেনিং ছেড়ে আবারও চেনা চার নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে নভেম্বরের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। স্টিভেন স্মিথের যে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কারও দাবি, স্মিথই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

স্মিথ স্বয়ং এদিন পরিবর্তনের নেপথ্য গল্পটা প্রকাশ্যে জানালেন। শেফিল্ড শিল্ড খেলার ফাঁকে স্মিথ বলেন, ‘দল যেখানে চাইবে সেখানেই খেলতে প্রস্তুত আমি। আমাকে এখন চার নম্বরে খেলতে বলা হচ্ছে। আমি খুশির সঙ্গেই তা মেনে নেব। এব্যাপারে আমার কোনও সমস্যা নেই।’ টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে স্মিথের কথা আলোচনায় আসে। জানতে চাওয়া হয় পছন্দের পজিশন। স্মিথের দাবি, ‘প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড (কোচ) জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় খেলতে পছন্দ করব। চার নম্বর বলেছিলাম। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারে খেলার জন্য কোনও অনুরোধ করিনি। যে কোনও জায়গাতেই খেলতে প্রস্তুত। তবে দীর্ঘদিন চার নম্বরে খেলেছি। অনেক সাফল্যও পেয়েছি। তাই অগ্রাধিকারের তালিকায় সবসময় চার নম্বরই।’

ডেভিড ওয়ার্নারের টেস্ট-অবসরের পর ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নিলেও সাফল্য পাননি। অবশ্য নতুন চ্যালেঞ্জ যে তিনি উপভোগ করেছেন, তা জানিয়েও দিলেন।

মিজোরামের জয়ে বেঁচে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে শিলিগুড়িতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখল মিজোরাম। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে তারা ৯-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তেলেঙ্গানাকে। বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ তেলেঙ্গানার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ড্র রাখতে পারলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে।

প্রথম ম্যাচে মিজোরাম ১-০ গোলে ঝাড়খণ্ডের কাছে হেরে গেলেও এদিন শুরু থেকেই তাদের আধিপত্য ছিল। ৮ মিনিটে লালরিনমুয়ানি এগিয়ে দেন মিজোরামকে। ১৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান লালথানসাঙ্গি। এদিন তিনি হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল পেয়েছেন লালরিনমুয়ানি। তাদের বাকি তিন গোলস্কোরার গ্রেস লালরামপারি হাউনহার, লালহ্রিয়াততিরি ও কে গোপাওয়াদি। দলকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু মিজোরামের সমর্থক মাঠে ঢোল নিয়ে এসেছিলেন। মিজোরামের গোলবন্যায় তাদের উৎসবে স্টেডিয়ামে প্রাণসঞ্চারিত হয়।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘এদিন মাঠে বল গার্লের ভূমিকায় ছিল বিবেকানন্দ মর্নিং সকার কোচিং ক্যাম্পের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও শিলিগুড়ির বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্পের মেয়েরা এদিন খেলা দেখতে এসেছিল। এই টুর্নামেন্ট দেখে ওরা বুঝতে পারবে কোচের তৈরি কম্বিনেশন মেনে কি করে জাতীয় স্তরে খেলা হয়। একইসঙ্গে খেলা চলার সময় ওয়ার্ম আপ কোথায় করতে হয়, পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার সময় অবস্থানই বা কেমন হবে তা শিখতে পারবে।’

মিজোরামের গোল আটকাতে হাত দিয়ে বল রুখলেন তেলেঙ্গানার ফুটবলার। ছবি : তপন দাস

ক্লাসিকোর আগে পাঁচতারা বার্সা

বার্সেলোনা, ২১ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ এবং লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের আগে সেভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিল বার্সেলোনা। জয়ের নেপথ্যে বার্সার সেই ফ্রন্ট থ্রি- অধিনায়ক রাফিনহা, রবার্ট লেওয়ানডস্কি ও লামিনে ইয়ামাল। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন লেওয়ানডস্কি। ৪ মিনিট পরেই ডি বক্সের মাথা থেকে বুলেট শটে বার্সার দ্বিতীয় গোল করেন চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা পেড্রি। ৩৯ মিনিটে লেওয়ানডস্কির দ্বিতীয় গোলে বার্সার পক্ষে স্কোরলাইন হয় ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে পাবলো টোরে ৮২ ও ৮৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে, স্ট্যানিস ইদুম্বো সেভিয়ার একমাত্র গোল শোধ করেন ৮৭ মিনিটে। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষে রাইল বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ২৪।

চোট সারিয়ে বার্সার জার্সিতে গাভি।

ডার্বির পরিবেশে মুগ্ধ ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আপাতত দুইদিনের ছুটিতে আছেন জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ফের মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে পরবর্তী হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি।

পরপর দুই ডার্বিতে গোল করে ম্যাকলারেন বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি ‘এ’ লিগের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। ম্যাচে প্রতিটি আক্রমণের সময়ে তাঁর জায়গা নেওয়া মুগ্ধ করেছে সমর্থকদের। সেই তিনি আবার মুগ্ধ কলকাতা ডার্বির পরিবেশ দেখে। বলে দেন, ‘আমি বহু বড় ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু এই ডার্বি অসাধারণ। এইরকম একটা ম্যাচে গোল করে সেলিব্রেশনের মজাই আলাদা। আমার তো ফেন্সিং টপকে সমর্থকদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখনও প্রচুর ম্যাচ বাকি। সময় পাব।’ এরপরেই তাঁর ঘোষণা, ‘আমি এখানে ট্রফি জিততেই এসেছি। সেই চেষ্টাই থাকবে। আমাদের দলটা অসাধারণ। সমর্থকদের হাসিমুখে বাড়ি ফেরাতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। আসলে ডার্বিতে আলাদা করে কৌশল বলে কিছু থাকে না। জেতার ইচ্ছেটাই আসল। আর আমাদের সেই ইচ্ছেটা ইস্টবেঙ্গলের থেকে বেশি ছিল।’

ম্যাচের সেরা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া শুরু থেকেই নজরে পড়ছে। ম্যাকলারেনও বলছেন, ‘আমার শুরুতে শারীরিক সমস্যা ছিল। তাই বোঝাপড়া তৈরি হতে সময় লেগেছে। এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। আর গ্রেগ অসাধারণ ফুটবলার। ও দেখে নেয় কোথায় কী মুভ হচ্ছে আর কে কোনদিকে দৌড়াচ্ছে। সেই বুঝে খেলাটা পরিচালনা করে। ওর সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা দারুণ।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, বালিগঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা তুষার পণ্ডিত - কে

25.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99E 88413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমি এই রকম ভালো এবং চূড়ান্ত প্রকল্পের জন্য ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

রিয়াল চায় জয়ে ফিরতে, প্রতিশোধ লক্ষ্য বরুসিয়ার

মাদ্রিদ, ২১ অক্টোবর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। জুন মাসের শুরুতেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দলই। তবে সেবার ধারেভারে এগিয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫তম খেতাব জয় করে। তারপর কালের নিয়মে সময় প্রায় পাঁচমাস কেটে গিয়েছে। পিএসজি ছেড়ে রিয়ালের শ্বেতশুভ্র জার্সি গায়ে তুলেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। আবার ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন জার্মান মিডিও টনি ক্রুজ। তবে বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজাদের অবস্থা বর্তমানে খুব একটা ভালো নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচের একটি জয় ও একটি পরাজয় নিয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। যেখানে বরুসিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। এর মধ্যে গত ম্যাচে ৭-১ গোলে সেল্টিককে উড়িয়ে দিয়েছে নুরি শাহিনের ছেলেরা। তাই গতবারের রিয়ালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বরুসিয়া।

অন্যদিকে, রিয়ালের চিন্তা কাটিয়ে গত ম্যাচেই মাঠে ফিরেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাই বরুসিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভিনি-এমবাপে জুটিকে দেখা যাবে। অন্যদিকে, বরুসিয়ার বড় ভরসা কিন্তু এমরে ক্যান, জুলিয়ান ব্রান্ডট ও মাইকেল সাবিৎজারের মতো মিডিওরা। আপফ্রন্টে দলকে ভরসা দিতে তৈরি সারথু গুয়ারসি। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান মিডিও লুকা মডরিচের ওপরেই বাজি ধরছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে ফেডেরিকো ভালভের্দে, জুডে বেলিংহ্যামরাও তৈরি রয়েছেন।

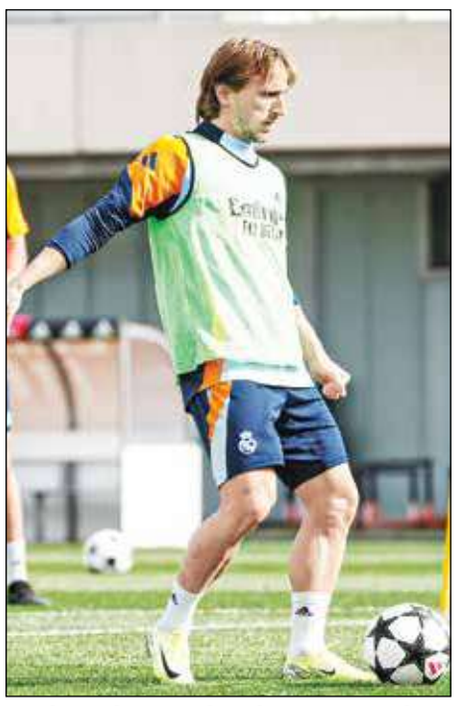

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে শাখতার ডোনেস্কের। তবে এই ম্যাচে চোটের জন্য নেই দলের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। এছাড়াও খেলতে পারবেন না তাকিহিরো টমিয়াসু ও কিয়ারেন টিয়ার্নে। তাই শাখতারের বিরুদ্ধে গানার্সদের তুরুপের তাস সেই বর্ষীয়ান তারকা রহিম স্টার্লিং। এছাড়া স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও ডেকলান রাইসের মতো খেলোয়াড়দের ওপরেই ভরসা রাখছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। অন্যদিকে, শাখতার ডোনেস্কের একমাত্র বাজি ২২ বছর বয়সি ইউক্রেনের জিওর্জিও সুদাকোব।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

মোনাকো বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
এসি মিলান বনাম ক্লাব ব্রাগ
সময় : রাত ১০টা ১৫ মিনিট
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল বনাম শাখতার ডোনেস্ক
জুভেন্তাস বনাম ভিএফবি স্টুর্টগার্ট
অ্যাস্টন ভিলা বনাম বোলোগনা
জিরোনা বনাম স্লোভান বাতস্লাভা
স্পোর্টিং সিপি বনাম এসকে স্টুর্ম গ্রজ
সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে রিয়ালের লুকা মডরিচ।

অস্ট্রেলিয়ায় ‘এ’ দলের নেতৃত্বে রুতুরাজ

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ‘এ’ দলের নেতৃত্ব দেবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সহ অধিনায়ক করা হয়েছে বাংলার রনজি ট্রফি দলের অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। বাংলা থেকে তিনি ছাড়াও এই দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। ১৫ জনের এই ‘এ’ দলটি অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ম্যাকে ও মেলবোর্নে দুইটি তিনদিনের ম্যাচ খেলবে। এছাড়াও পারথে ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে আরও একটি তিনদিনের ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

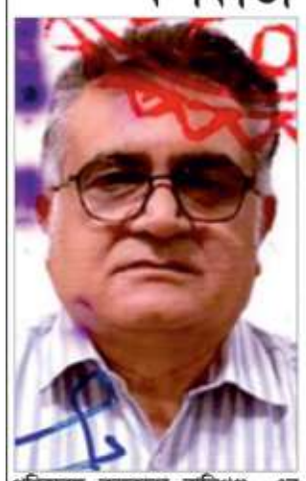

ভারতীয় ‘এ’ দল : রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শন, বাবা ইন্দ্রজিৎ, অভিষেক পোড়েল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, রিকি ভুঁই, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মানব সুথার, নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ, তনুশ কোটিয়ান, যশ দয়াল।

পিছোচ্ছে শিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রথমে ঠিক ছিল নভেম্বর মাসে আইএফএ শিল্ড হবে। ওই সময় ফিফা উইন্ডো থাকায় প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা করে আইএফএ। সেই মতো বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি দলকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক টানাপোড়েন ও লিগ সংক্রান্ত জটিলতায় শিল্ড নিয়ে ব্যাকফুটে তারা। যা পরিস্থিতি শিল্ড সম্ভবত পিছোচ্ছে। এদিকে শিল্ডে খেলবে না বলে ইতিমধ্যে আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছে মোহনবাগান। এছাড়াও বাংলাদেশের দলগুলির যোগদানও একপ্রকার অনিশ্চিত। সব শিল্ড নিয়ে বেশ বিপাকে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

স্মরণে মননে

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৮তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ফ্যাক্স : ০৩৫৩-২৪৩৫৪২৫, ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল : ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ : ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১